## ইউনিটের উদ্দেশ্য

- সিরাজ-উ-দ্দৌলার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সিরাজের নবাবের দ্রুত পতনের কাহিনী জানতে পারবেন।

## পাঠ ১

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- ঈর্ষাপরায়ণা ঘসেটী বেগমের পরিচয় দিতে পারবেন।
- বাংলার ভাগ্যবিপর্যয় ও নবাবের পতনের পারিবারিক অন্তর্কহের বর্ণনা দিতের পারবেন।
- আমিনা বেগম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- প্রাসাদ ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার তৎপরতার পরিচয় দিতে পারবেন।
- নবাব প্রসঙ্গে বেগম লুৎফুন্নিসার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

| শব্দার্থ ও টীকা | মূলপাঠ |
|---|---|
| **রাজমাতা** – রাজার মা।<br>**শাহজাদী** – বাদশাহ্‌র কন্যা<br>**পরিহাস** – ঠাট্টা; তামাশা।<br>**চাঁদের হাট** – শিশুদের বা সুন্দরীদের একত্র সবাবেশ; সুখ সম্পদপূর্ণ সংসার।<br>**মহাপরাক্রমশালী** – মহাশক্তিশালী।<br>**হস্তক্ষেপ** – হাত দেওয়া; কোনো কাজে বাধা দেওয়া।<br>**ভূতপূর্ব নবাব** – প্রাক্তন নবাব, এখানে নবাব মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দী খাঁ।<br>**সাপিনী** – স্ত্রী-সাপ। এখানে সাপিনী স্বভাবের নারী অর্থে ব্যবহৃত।<br>**উদগার** – এখানে বমন অর্থে। | **তৃতীয় অংক ॥ প্রথম দৃশ্য**<br>স্থান ঃ লুৎফুন্নিসার কক্ষ<br>সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ১০ থেকে ২১ জুনের মধ্যে যে কোন একদিন।<br>[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে ঘসেটী, লুৎফা, আমিনা, সিরাজ, পরিচারিকা<br>(নবাব জননী আমিনা বেগম ও লুৎফুন্নিসা উপবিষ্ট। ঘসেটী বেগমের প্রবেশ)<br><br>ঘসেটী ॥ বড় সুখে আছো রাজমাতা আমিনা বেগম।<br>লুৎফা ॥ আসুন খালাম্মা।<br>(সালাম করল)<br>ঘসেটী ॥ বেঁচে থাকো। সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে দোয়া করতে পারলুম না।<br>আমিনা ॥ ছিঃ বড় আপা। এসো কাছে এসে বসো।<br>ঘসেটী ॥ বসতে আসি নি। দেখতে এলাম কত সুখে আছো তুমি। পুত্র নবাব, পুত্রবধু নবাব বেগম, পৌত্রী শাহজাদী- |

**আক্রোশ** – বিদ্বেষ; ক্রোধ।
**উৎকণ্ঠিত** – দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; চিন্তিত।
**মাতৃ স্থানীয়া** – মাতৃসম, মায়ের মত।
**মতলব** – অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য।
**ক্ষমতাভিলাসী** – ক্ষমতা লাভ করা যার ইচ্ছা।

## টীকা

**লুৎফুন্নিসা–** নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পত্নী। তার পিতার নাম মীর্জা ইরাজ খান। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে এদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় সিরাজের বয়স ছিল তের বছর আর লুৎফুন্নিসা ছিলেন নিতান্ত বালিকা। জাঁজমকপূর্ণ এই বিয়ের স্মৃতি দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে অক্ষুণ্ন ছিল।
লুৎফুন্নিসা রাজনীতির কুটিল পরিমন্ডল থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। সুখ-দুখকাতর সাধারণ নারীর মতই ছিল তার জীবন। ভাগ্যাবিড়ম্বিতা নারীর মতই তার জীবনের পরিণতি। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজের পলায়ন মুহূর্তের সঙ্গী ছিলেন লুৎফুন্নিসা। গন্ত ব্যহীন ঐ পলায়ন পথেই স্বামীসঙ্গ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সিরাজ বন্দী হলে তাকে শত্রুরা মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে, কিন্তু লুৎফুন্নিসাকে পাটিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়। সিরাজের মৃত্যুর পর ইংরেজরা তাকে মুর্শিদাবাদে পুনরায় নিয়ে এসেছিল। তিনি মীরজাফর পুত্র মীরনের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নবাব সিরাজের

আমিনা ॥ সিরাজ তোমারও তো পুত্র তুমিও তো কোলে পিঠে করে তাকে মানুষ করেছো।

ঘসেটী ॥ অদৃষ্টের পরিহাস- তাই ভুল করেছিলাম। যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে, যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মত, তা হলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতাম না।

লুৎফা ॥ আপনাকে আমরা মায়ের মত ভালোবাসি। মায়ের মতই শ্রদ্ধা করি।

ঘসেটী ॥ থাক! যে সত্যিকার মা তার মহলেই তো চাঁদের হাট বসিয়েছো আমাকে আবার পরিহাস করা কেন? দরিদ্রা রমণী আমি। নিজের সামান্য বিত্তের অধিকারিণী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারটুকুও আমাকে দিলেন না।

আমিনা ॥ কি হয়েছে তোমার? পুত্রবধূর সামনে এ রকম রূঢ় ব্যবহার করছ কেন?

ঘসেটী ॥ কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব আমি তার প্রজা। ক্ষমতার অহঙ্কারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না। মতিঝিল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারত না।

লুৎফা ॥ শুনেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি ধার নিয়েছেন। কলকাতা অভিযানের সময়ে টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তাই। কিন্তু গোলমাল মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ফেরৎ পাবেন।

ঘসেটী ॥ নবাব টাকা ফেরৎ দেবেন!

লুৎফা ॥ কেন দেবেন না? তা ছাড়া সে টাকা ত' তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেন নি। দেশের জন্যে-

ঘসেটী ॥ থামো, লম্বা লম্বা বক্তৃতা করো না। সিরাজের বক্তৃতা তবু সহ্য হয়। তাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।

আমিনা ॥ সিরাজ তোমার কোন ক্ষতি করে নি বড় আপা।

ঘসেটী ॥ তার নবাব হওয়াটাইত আমার মস্ত ক্ষতি।

আমিনা ॥ নবাবী সে কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয় নি। ভূতপূর্ব নবাবই তাকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন।

ঘসেটী ॥ বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছো।

আমিনা ॥ আমরা।

ঘসেটী ॥ ভাবছো সে বিস্মিত হবার ভঙ্গী করলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব কেমন? তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও।

আমিনা ॥ তুমি অনর্থক বিষ উদগার করছো বড় আপা। তোমার এই ব্যবহারের অর্থ কিছুই বুঝতে পারছিনে।

ঘসেটী ॥ বুঝবে। সেদিন আসছে। আর বেশিদিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবী করতে হবে না।

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ ॥ সিরাজ-উ-দ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুখে নবাবী করেনি

স্মৃতিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অন্তরে ধরে রেখেছিলেন।

**আমিনা বেগম**–বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার গর্ভধারিনী এবং প্রাক্তন নবাব আলিবর্দী খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা। আলীবর্দীর ভ্রাতৃষ্পুত্র জয়েনউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। জয়েনউদ্দিন যখন বিহারের সুবেদার তখন ১৭৪৮ সালে আফগান নৃপতি আহমদ শাহ দুররানী পাঞ্জাব আক্রমণ করলে বাংলার নবাবের বিদ্রোহী আফগান সেনাদল পাটনা অধিকার করে নেয়। এই বিদ্রোহীদের হাতেই আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহম্মদ ও তার পুত্র জয়েনউদ্দিনের মৃত্যু হয়।
আমিনা বেগম বাংলার নবাব পরিবারের এক ভাগ্যহীনা নারী। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র এক্রামউদ্দ্যেলা পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব সিরাজ-উ-উদ্দৌলাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর তার কনিষ্ঠপুত্র মির্জা মাহদিকেও মীরনের আজ্ঞাবাহী সৈন্যরা কাঠের পাটাতনে পিষ্ট করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আমেনা বেগমের হত্যাকান্ডও মীরজাফরের নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মীরজাফরের নির্দেশে হাত-পা বেঁধে মাঝদীতে নিক্ষেপ করে বন্দিনী আমিনা বেগমের জীবন্ত সমাধি রচনা করা হয়।

খালাআম্মা।

ঘসেটী ॥ এসেছো শয়তান। ধাওয়া করেছো আমার পিছু।

সিরাজ ॥ আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।

ঘসেটী ॥ কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

সিরাজ ॥ আমার প্রয়োজন আপনার সম্মতির অপেক্ষা রাখছে না খালাআম্মা।

ঘসেটী ॥ তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছো যে তোমার আরও কিছু টাকার দরকার।

সিরাজ ॥ খবর আপনার অজানা থাকার কথা না।

ঘসেটী ॥ অর্থাৎ?

সিরাজ ॥ অর্থাৎ আমি জানি যে, বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন। আরও ারষ্ট করে শুনতে চান? আমি জানি যে, সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উম্মাদ। আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে যেন কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়।

ঘসেটী ॥ তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো?

সিরাজ ॥ আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

ঘসেটী ॥ তোমার এই চোখ রাঙাবার ারর্ধা বেশিদিন থাকবে না। নবাব। আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সিরাজ ॥ আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না খালাআম্মা। আপনার নিজের সম্বন্ধেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। নবাবের মাতৃস্থানীয়া হয়ে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্ততঃ আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।

ঘসেটী ॥ তোমার মতলব বুঝতে পারছি নে।

সিরাজ ॥ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ন রমণীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ্য রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে লক্ষ্য রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারো সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ রাখতে না পারেন।

ঘসেটী ॥ (ক্ষিপ্ত) ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব।
(দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে শুনলে ত রাজমাতা আমাকে বন্দিনী করে রাখা হল। এইবার বলত আমি তার মা, সে আমার পুত্র-তাই না? হা হা হা। (অসহায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন)

আমিনা ॥ এসব লক্ষণ ভাল নয়। (উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শুনে যাও, বড় আপা-
(বেরিয়ে গেলেন)

## বস্তুসংক্ষেপ

কনিষ্ঠা ভগিনীর রাজমাতা হওয়ার সৌভাগ্যে ঈর্ষাকাতর ঘসেটী বেগম এসেছেন নবাবের মহলে অনুজা আমিনাকে ভর্ৎসা করতে। ইতোমধ্যে নবাব সিরাজ ঘসেটীর সমৃদ্ধ অর্থভান্ডার থেকে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছেন। আবার নবাবের কাছে এটিও এখন ারষ্ট যে, তাঁর বিরুদ্ধে ঘনীভূত প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে, ইন্ধন যুগিয়েছেন মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগম। ফলে ঘসেটী বেগমের চলাচলে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে গুপ্তচর বাহিনী। এতেই ঘসেটী বেগম আহত বাঘিনীর মত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিযোগ জানাতে এসেছেন আমিনা বেগমরে কাছে। নিঃসন্তান ঘসেটী বেগম আমিনা বেগমের মধ্যমপুত্র এক্রামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্রই হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল পিতার জ্যেষ্ঠ কন্যার পোষ্যপুত্রই হবে বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব, কিন্তু পূর্বেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় এক্রামউদ্দৌলার। এছাড়া ঘসেটী বেগমের প্রিয়ভাজন সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁকে আলীবর্দীর নির্দেশে সিরাজ হত্যা করেছিলেন। এসব কারণে সিরাজের প্রতি তিনি ছিলেন বিরুপ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। ফলে নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রে তিনি জড়িয়ে পড়েন। এখন তার স্বরূপ নবাবের কাছে ারষ্টভাবে উম্মোচিত হওয়ার ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এসেছেন অসমা আমিনার কাছে। সিরাজও তাঁর পুত্রের মতই, ঘসেটীর কাছেও সিরাজ পুত্রস্নেহেই বড় হয়েছেন আমিনা এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে ঘসেটী আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। সিরাজ তাঁর সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে জানলে তিনি তাকে প্রাসাদ চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতেন একথাটি তিনি নির্দ্বিধায় বলে ফেলেন আমিনাকে। ঘসেটী মনে করেন, সিরাজ যদি তাঁর পুত্র হত তাহলে সে তাঁকে তাড়িয়ে দিত না।

আমিনা ঘসেটী লুৎফার কথোপকথনের মধ্যেই আকস্মিকভাবে এসে উপস্থিত হন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। ঘসেটী নবাবকে 'শয়তান' অভিহিত করে তাঁকে অনুসরণ করে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সিরাজকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু সিরাজ তাঁর সকল অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ারষ্টতই জানিয়ে দেন যে, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের প্রত্যাশাতেই ঘসেটী বেগম আজ উম্মাদ হয়ে উঠেছেন। নবাব তাঁকে সাবধান করে দেন। শত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অবাঞ্ছিত মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগমকে এ দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই নবাব ব্যবস্থা করেছেন সর্তক প্রহরার। সিরাজ জানেন যে, দেশের দুর্যোগময় মুহূর্তে ক্ষমতা লিপ্সু নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা দেশের জন্য অকল্যাণকর। এজন্যে বাধ্য হয়েই নবাবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে এ কথা জানিয়ে দেন সিরাজ-উ-দ্দৌলা। কর্তব্যপরায়ণ সিরাজের এ বক্তব্য শুনে ঘসেটী বেগম আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। সিরাজের বন্দীদশা অনুভব করে আমিনাকে ধিক্কার দিতে অতঃপর ঘসেটী বেগম প্রস্থান করেন। বিচলিত আমিনা বেগম এ অবস্থায় সকাতরে তাঁকে আহবান করতে করতে নাট্যমঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| ☞ | নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. ঘসেটী বেগম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করুন।

২. 'বসতে আসি নি। দেখতে এলাম কত সুখে আছো তুমি'। - কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করেছে?

৩. 'কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব আমি তার প্রজা।' - ঘসেটী বেগমের এই আক্ষেপ ও ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৪. 'কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়'– কে কার উদ্দেশ্যে কী কারণে এই উক্তিটি করেছে?

৫. আমিনা বেগম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।

৬. 'অন্ততঃ আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই'– ঘসেটী বেগমের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত সিরাজের এই সংলাপটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৭. ঘসেটী বেগমের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সিরাজ কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

## উত্তর

**প্রশ্ন ঃ 'কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব আমি তার প্রজা।' - ঘসেটী বেগমের এই আক্ষেপ ও ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করুন।**

**উত্তর ॥** বাংলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল রচনা করা হয়েছে, তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন নবাব জননী আমিনা বেগমের অগ্রজা ঘসেটী বেগম। নবাব আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটী ছিলেন নিঃসন্তান। এ কারণেই অনুজা আমিনার পুত্র এক্রামদ্দৌলাকে তিনি পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল অপুত্রক আলীবর্দী জ্যেষ্ঠ কন্যার পোষ্যপুত্রকেই ভবিষ্যৎ নবাব-রূপে অভিষিক্ত করবেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সিরাজের নবাব পদে অভিষিক্ত হওয়ার অনেক পূর্বে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে এক্রামউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। স্নেহান্ধ ঘসেটী এতে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তাঁর এই ক্ষোভ প্রতিহিংসার পথ অন্বেষণ করে সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁর হত্যার ঘটনায়। ঘসেটী বেগমের স্বামী ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াজিস মোহাম্মদ শাহমৎজঙ্গ ছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্বল চিত্তের মানুষ। সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁর সঙ্গে ঘসেটী বেগমের মধুর সম্পর্ককে তাই পিতা আলীবর্দী সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। ফলে ভূতপূর্ব নবাবের নির্দেশেই দৌহিত্র সিরাজ সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই ঘসেটী বেগম ক্রমে হয়ে উঠেন প্রতিহিংসা পরায়ণা। নতুন নবাবের বিরুদ্ধে ঘনীভূত প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগাতে তাই পিছপা হননি তিনি।

জ্যেষ্ঠ বর্তমানে কনিষ্ঠা আমিনা বেগমের রাজমাতা হওয়ার সৌভাগ্য ঈর্ষার বিষে জর্জরিত হয়েছেন ঘসেটী বেগম। সিরাজ শুধু নবাব হয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁর সঞ্চিত অর্থের দিকেও তিনি হাত প্রসারিত করেছেন নবাবের বিরুদ্ধে ঘসেটীর এই অভিযোগে। এছাড়া নবাব তাঁর আবাসস্থল মতিঝিল থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে, চলাচলের ওপর আরোপ করেছেন বিধি-নিষেধ, তাঁর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত করেছেন গুপ্তচর বাহিনী। প্রতিক্রিয়াতেই ঘসেটী অনুজার কাছে এসেছেন ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাতে। সিরাজ যে ঘসেটী বেগমেরও পুত্র, লুৎফা পুত্রবধূতুল্য আমিনার এই প্রবোধ বাণী আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে ঘসেটী বেগমকে। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ঐ সম্পর্ক সূত্র। পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন অগ্রাহ্য করে ঘসেটী সিরাজের সঙ্গে তাঁর নবাব প্রজার সাধারণ সম্পর্ককেই স্বীকার করে নিয়ে নিজের বিদ্রোহী অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন।

**প্রশ্ন ঃ 'কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়' – কে কার উদ্দেশ্যে কী কারণে এই উক্তিটি করেছে?**

**উত্তর ॥** নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বেগম লুৎফুন্নিসার উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন ঘসেটি বেগম।

নবাব আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটী আজ এক সাধারণ নারী, মীর্জা ইরাজ খানের কন্যা লুৎফুন্নিসা বাংলার নবাবের সৌভাগ্যবতী বেগম নিজের এই ভাগ্য নিপর্যয় বিয়ের জ্বালায় জর্জরিত করছিলো ঘসেটী বেগমকে। তিনি যখন নিজের অর্থ ভান্ডারে নবাবের অনধিকার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করছিলেন আমিনার কাছে, তখন লুৎফা, নবাব যে দেশের কল্যাণের জন্যই এ অর্থ ঋণ গ্রহণ করেছেন। যে কথা বিনয় সহকাররে ব্যক্ত করলে ঘসেটী বেগম ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ সংলাপটি উচ্চারণ করেন।

ঘসেটী নবাব সিরাজকে শৈশবে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। এখন সে অবাধ্য কিংবা অত্যাচারী হলেও সহনীয়। কিন্তু সাধারণ এক নারী লুৎফুন্নিসা, যে ভাগ্যের জোরে আজ নবাবের বেগম, তার মুখে নবাবের কাজের সাফাই গাইতে দেশপ্রেমের বুলি ঘসেটী বেগমের কাছে অসহ্য। এজন্যেই ক্ষমতার লোভে উন্মাদ ঘসেটী বেগম লুৎফুন্নিসার উদ্দেশে এই রূঢ় সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

**প্রশ্ন ঃ আমিনা বেগম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।**

**উত্তর ॥** আমিনা বেগম বাংলার ভূতপূর্ব নবাব আলীবর্দী খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা এবং নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার গর্ভধারিণী। ভাগ্যবিড়ম্বিতা এই নারীর জীবন ছিলো শোকগ্রস্ত। সন্তানহীনা অগ্রজা ঘসেটী বেগমকে তিনি দান করেছিলেন নিজের পুত্রধন। আমিনার মধ্যমপুত্র এক্রামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ঘসেটী বেগম। কিন্তু আমিনার এই পুত্র পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্বেই বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পলাশীর যুদ্ধ শেষে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব সিরাজকে ষড়যন্ত্রকারীরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। মীরনের নির্দেশে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা মাহদীকেও কাঠের পাটাতনে পিষ্ট করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আমিনা বেগম হত্যাকান্ডও মীরজাফরের নিষ্ঠুরতার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। তবু পুত্রশোকাতুরা মাতৃপ্রতিমা রূপেই আমিনা ইতিহাসে স্মরনীয়া হয়ে আছেন।

রাজমাতা হলেও নাটকে আমিনা বেগম এক স্নেহমমতাময়ী জননীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কূটচাল, রাজনীতির জটিল আবর্ত এবং পারিবারিক অন্তর্কলহ তাঁকে তেমন ারর্শ করেনি। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়েছেন তাঁর অগ্রজা ঘসেটী বেগম। কিন্তু ঘসেটীর সঙ্গে ব্যবহারে অগ্রজের সম্মানই তিনি তাকে দিয়েছেন। ঘসেটী নবাবের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে আমিনা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সিরাজের শৈশবকালে ঘসেটী কর্তৃক মাতৃস্নেহে তাকে লালন পালনের কথা। পুত্রবধূতুল্য লুৎফার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করলে ঘসেটীর বিরুদ্ধে আমিনা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেননি, মৃদুস্বরে অনুযোগ প্রকাশ করেছেন মাত্র। সিরাজের নবাব হওয়াটাই ঘসেটীর জন্য মস্ত বড় ক্ষতি– একথাটি নির্দ্বিধায় ঘসেটী উচ্চারণ করলে আমিনা তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, সিরাজ ক্ষমতা দখল করেনি, ভূত পূর্ব নবাব পিতা আলীবর্দীই সিরাজকে মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন,। এর প্রত্যুত্তরে 'তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও' - এই বলে আমিনার উদ্দেশে বিষ উদ্‌গার করলেও আমিনা অগ্রজাকে 'বড়আপা' সম্বোধন করে নিজের বিমূঢ়তা ও অসহায়তাই প্রকাশ করেছেন।

আমিনা রাজনীতির কুটিলতা মুক্ত শাশ্বত মাতৃ হৃদয়ের অধিকারিণী এক বিশিষ্ট চরিত্র।

**প্রশ্ন ঃ 'অন্ততঃ আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই' – ঘসেটী বেগমের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত সিরাজের এই সংলাপটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।**

**উত্তর ॥** আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটী বেগম নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সিরাজ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মাতৃস্থানীয়া এ নারীর অর্থভান্ডার থেকে ঋণ গ্রহণ করলেও এটাই ঘসেটী বেগমের ক্ষোভের একমাত্র কারণ নয়। নবাব জানেন যে, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের প্রত্যাশাতেই প্রতিহিংসাপরায়ণা এই নারী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। পারিবারিক পরিমন্ডলের এই মাতৃস্থানীয়া সদস্য আজ বাংলার নবাবের শত্রুদের সঙ্গে অবাঞ্ছিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাজেই ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিধা লাভের দুর্নাম থেকে মাতৃস্থানীয়া এই নারীকে রক্ষা করার জন্যই নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ঘনীভূত ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা এবং পারিবারিক দুর্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বার্থেই নবাবের নির্দেশে ঘসেটী বেগমের চলাচলে আরোপ করা হয়েছে বিধিনিষেধ। মতিঝিলের আবাস থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তাঁর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত করা হয়েছে গুপ্তচর বাহিনী। নবাব যে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে তৎপর ও আন্তরিক ছিলেন উদ্ধৃত সংলাপ তারই সাক্ষ্যবহ।

## প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

| | |
|---|---|
| ☞ | যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

১. সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।

২. অদৃষ্টের পরিহাস- তাই ভুল করেছিলাম।

৩. তার নবাব হওয়াটাই ত' আমার মস্ত ক্ষতি।

৪. তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও।
৫. রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাসী, স্বার্থপরায়ণ রমণীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।

## উত্তর

**সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।**

উদ্ধৃত সংলাপটি কবি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে বেগম লুৎফুন্নিসার কক্ষে আকস্মিকভাবে উপস্থিত ঘসেটী বেগমকে লুৎফা সালাম জানালে ঘসেটী বেগম আর্শীবাণী উচ্চারণ না করে ঐ বিষ মাখানো কথা নির্দ্বিধায় বলে ফেলেন।

ঘসেটী বেগম নবাবের অন্দর মহলে প্রবেশ করেছেন মূলত কনিষ্ঠ সহোদরা আমিনা বেগমের কাছে কিছু অভিযোগ জানাতে। অনুজা রাজমাতা আর অগ্রজা রাজরোষে বন্দিনী অদৃষ্টের এই পরিহাস ক্রোধ ও ক্ষোভে উন্মাদ করে তুলেছে ঘসেটী বেগমকে। ফলে লুৎফুন্নিসার কক্ষে প্রবেশ মুহূর্তেই ঘসেটী বেগমকে সরল লুৎফা মাতৃসম্মানে সালাম জানালে লুৎফার উদ্দেশে তিনি উল্লিখিত বিষোদ্‌গার করেন। লুৎফার জন্য দোয়া করতে হলে তার সুখ ও সৌভাগ্য লাভ ঘসেটীর নিজের পক্ষে অভিশাপতুল্য। কেননা লুৎফুন্নিসার সুখ ও সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠার অর্থই হলো ঘসেটির অনিবার্য ভাগ্য বিপর্যয়। এ কারণেই ঘসেটী বেগম নির্দ্বিধায় নিজের অন্তরের স্বরূপ উপর্যুক্ত সংলাপটিতে প্রকাশ করেছেন।

**অদৃষ্টের পরিহাস- তাই ভুল করেছিলাম।**

আলোচ্য সংলাপটি বিশিষ্ট নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অন্তর্গত। অনুজা আমিনা বেগমের উদ্দেশ্যে অগ্রজা ঘসেটী বেগম সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

ঈর্ষাপরায়ণা ঘসেটী বেগম অনুজা আমিনা বেগমের সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ সংসারের অবস্থা দেখে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠেছেন। সিরাজ হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করেছেন, এখন তার সমৃদ্ধ অর্থ ভান্ডারের দিকে হাত প্রসারিত করেছেন। ক্ষুব্ধ ঘসেটী তাই প্রকারান্তরে লুৎফার উদ্দেশে উচ্চারণ করেছে অভিশাপ বচন। ভাগ্যের অনুকূল্যে আমিনা আজ রাজমাতা, তার পুত্রবধূ বাংলার নবাবের বেগম। পক্ষান্তরে ঘসেটী আজ রাজকীয় প্রাসাদ 'মতিঝিল' থেকেও বিতাড়িত। তার আক্ষেপ উক্তির জবাবে আমিনা অগ্রজাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সিরাজ তারও পুত্র, তিনিও সিরাজকে শৈশবে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। আমিনার এ কথার প্রত্যুত্তরে ঘসেটী জানিয়ে দেন যে তার জীবনকে অদৃষ্টের এ এক নির্মম পরিহাস। আজ তিনি অনুভব করেন শৈশবে সিরাজকে মাতৃস্নেহে লালন করে তিনি ভুল করেছেন। ক্রোধোন্মত্তা এই নারী নির্বিকার দৃঢ়তায় আমিনাকে বলে ফেলেন যে, তিনি যদি জানতেন সিরাজ তার সৌভাগ্যের পথে অন্তরায় হবে, তাহলে শিশু সিরাজকে সে সময়েই প্রাসাদ চত্বরে আছড়ে তিনি মেরে ফেলতেন।

ক্ষমতালিপ্সু ও ঈর্ষাপরায়ণা ঘসেটী বেগম চরিত্রের অন্তরের কদর্যরূপ, তার সাপিনী স্বভাবের কুটিল মূর্তি আলোচ্য সংলাপটির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

**রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাসী, স্বার্থপরায়ণ রমণীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।**

উপস্থাপিত সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম ইন্ধনদাত্রী মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগমের উদ্দেশে এই সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

ঘসেটী বেগমের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ নবাবের কাছে উন্মোচিত হয়ে গেলে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে বাধ্য হয়েই কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সিরাজ মনে করেন নবাবের মাতৃস্থানীয়া কারও পক্ষে শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা অবাঞ্ছিত। এ কারণে নবাবের নির্দেশেই ঘসেটী বেগমের অবাধ চলাচলে আরোপ করা হয়েছে বিধি-নিষেধ, তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে নিযুক্তি করা হয়েছে গুপ্তচর। ফলে আহতা সাপিনীর ভয়ঙ্করতা নিয়ে ঘসেটী নবাবের

মুখোমুখি হয়েছেন, জানতে চেয়েছেন নবাবের হীন উদ্দেশ্যর অর্থ। কিন্তু বীরোদাত্ত সিরাজ সুস্পষ্ট দৃঢ়তায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এই গোলযোগ মুহূর্তে ক্ষমতালিপ্সু কোনো নারীর রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব রাখা দেশের জন্য অকল্যাণকর। সিরাজ জানেন, মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগম নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রের হোতা সিপাহসালার মীরজাফরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। ক্ষমতালিপ্সু ও ঈর্ষার বিষে জর্জরিত এই মাতৃতুল্য নিকটাত্মীয়ার উদ্দেশ্য ও গতিবিধি অবহিত হয়েই সিরাজ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সিরাজ অকপটেই তার গৃহীত পদক্ষেপ ঘসেটীকে আলোচ্য সংলাপটিতে জানিয়ে দেন। সিরাজের দৃঢ়তা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং সত্য প্রকাশে অকুণ্ঠ স্থিরতা আলোচ্য সংলাপটিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

## পাঠ ২

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি-**

- ঘসেটী বেগম সম্পর্কে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সিরাজ ও লুৎফার মানবিক সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিচ্ছিন্নতাবোধ ও মানসিক সংকটের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানুষ সিরাজের অন্তর্জগতের পরিচয় দিতে পারবেন।
- সিরাজ চরিত্রের কিছু ইতিবাচক গুণ শনাক্ত করতে পারবেন।

| শব্দার্থ | মূলপাঠ | |
|---|---|---|
| **ভরসা** – আস্থা, বিশ্বাস।<br>**কসম** – শপথ, প্রতিজ্ঞা।<br>**শারাব** – মদ।<br>**কামিয়াবী** – সফলতা, কৃতকার্যতা।<br>**দেয়াল** – বাধা, প্রতিবন্ধক অর্থে এখানে প্রযুক্ত।<br>**অস্তিত্ব** – সত্তা।<br>**স্বপ্ন** – কল্পনা, অবাস্তব।<br>**বাস্তব** – প্রকৃত, যথার্থ, সত্য।<br>**অদৃষ্ট** – ভাগ্য, নিয়তি।<br>**কল্যাণ** – মঙ্গল, শুভ।<br>**মসনদ** – সিংহাসন, রাজাসন।<br>**বেনিয়া** – ব্যবসাদার।<br>**ওয়াদা** – শপথ, প্রতিজ্ঞা।<br>**খেলাপ** – ব্যতিক্রম, নড়চড়, অন্যথা।<br>**বরদাস্ত** – সহ্য করা, সহ্যকরণ।<br>**হারেম** – অন্দরমহল, অন্তঃপুর।<br>**রসলীলা** – প্রেমলীলা। | লুৎফা ॥ | খালাআম্মা বড় বেশি অপমানিত বোধ করেছেন। ওঁর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়ত উচিত হয়নি। |
| | সিরাজ ॥ | আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার। |
| | লুৎফা ॥ | এ কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা। |
| | সিরাজ ॥ | তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাবো বলো ত লুৎফা। দেখতে পাচ্ছো না, শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কি রকম মেতে উঠেছে। |
| | লুৎফা ॥ | কিন্তু খালাআম্মা- |
| | সিরাজ ॥ | আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাআম্মা খুশী হবেন সবচেয়ে বেশি। |
| | লুৎফা ॥ | অতটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ওঁর মন আপনার ওপরে যথেষ্ট বিষিয়ে উঠেছে তা ঠিক। কিন্তু- |
| | সিরাজ ॥ | থামলে কেন? বলো। |
| | লুৎফা ॥ | বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। |
| | সিরাজ ॥ | বলো। |
| | লুৎফা ॥ | বিধবা মেয়েমানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা। |
| | সিরাজ ॥ | লুৎফা, তুমিও আমার বিচার করতে বসলে। করো, আমি আপত্তি করব না। নানা মরবার পর থেকে এই ক'মাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে, আমার নিকটতম তুমিও তা বুঝতে পারবেনা। |

লুৎফা ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ মনে পড়ে লুৎফা নানার মৃত্যুশয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম শরাব ারর্শ করব না। আমি তা করিনি। তুমিও জানো লুৎফা আমি তা করি নি।

লুৎফা ॥ আমি ওসব কোনো কথাই তুলছিনে জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ আমি জানি। সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার কর।

লুৎফা ॥ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্যে কেনো কথা বলিনি জাঁহাপনা। খালাআম্মা রাগে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন তাই-

সিরাজ ॥ তাই তোমার মনে হ'ল, ওর টাকা পয়সায় হাত দিয়েছি বলেই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু তুমি জানো না, কতখানি উৎসাহ নিয়ে উনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজঙ্গের কামিয়াবীর জন্যে। শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।

লুৎফা ॥ আমি মাপ চাইছি জাঁহাপনা, আমার অন্যায় হয়েছে?

সিরাজ ॥ লুৎফা এত দেয়াল কেন বল ত?

লুৎফা ॥ দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা?

সিরাজ ॥ আমার চারপাশে লুৎফা। আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়। উজীর, অমাত্য, সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, খালাআম্মা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে, আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।

লুৎফা ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ আমি এর কোনটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, কোনটি ভেংগে ফেলছি, কিন্তু তবু ত দেয়ালের শেষ হচ্ছে না লুৎফা।

লুৎফা ॥ আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে যেন দু'পায়ের দশ আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্তি আসাটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে লুৎফা।

লুৎফা ॥ সমস্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে দু'একদিন বিশ্রাম করুন।

সিরাজ ॥ কবে যে দুদন্ড বিশ্রাম পাবো তার ঠিক নেই। আবার ত যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।

লুৎফা ॥ সে কি!

সিরাজ ॥ আমার বিরুদ্ধে কোম্পানীর ইংরেজদের আয়োজন সম্পন্ন। আমি এগিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করবে।

লুৎফা ॥ ইংরেজদের সঙ্গে ত আপনার মিটমাট হয়ে গেল।

সিরাজ ॥ হ্যাঁ, আলনিগরের সন্ধি। কিন্তু সে সন্ধির মর্যাদা একমাস না যেতেই তারা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

লুৎফা ॥ ক'জন বিদেশী বেনিয়ার এত ারর্ধা কি করে সম্ভব?

সিরাজ ॥ ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব

## টীকা

**শওকতজঙ্গ –** নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার খালাত ভাই ও রাজনৈতিক শত্রু। আলীবর্দী খাঁর দ্বিতীয় কন্যা শাহ বেগম এর পুত্র। শওকতজঙ্গের পিতার নাম সৈয়দ আহমদ। ইনি আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী মোহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র। শওকতজঙ্গের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন কাশ্মীরের হিন্দু যুবক মোহনলাল।

**আলীনগর –** কলকাতা শহরের নতুন নাম। ১৭৫৬ সালের জুন মাসে কলকাতা দখল করে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মাতামহের নামানুসারে শহরটির নামকরণ করেন আলীনগর। মানিকচাঁদ ছিলেন আলীনগরের নবাবনিযুক্ত প্রথম গভর্নর।

| | |
|---|---|
| | লুৎফা। শুধু একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারিনে, ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ তা খেলাপ করে কি করে? নিজের স্বার্থ কি এতই বড়? |
| লুৎফা ॥ | কোনো প্রতিকার করতে পারেন নি জাঁহাপনা? |
| সিরাজ ॥ | পারি নি। চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পাইনি। রাজবল্লভ, জগৎশেঠকে কয়েদ করে, মীরজাফরকে ফাঁসী দিলে হয়ত প্রতিকার হত, কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কি না কে জানে? |
| লুৎফা ॥ | থাক ও সব কথা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন। |
| সিরাজ ॥ | আর কাল সকালেরই দেশের পথে ঘাটে লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েক শ বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রসলীলার কাহিনী। |
| লুৎফা ॥ | মহলে বেগমের ত সত্যিই কোনো অভাব নেই। |
| সিরাজ ॥ | ঠাট্টা করছ লুৎফা? তুমি ত জানোই মরহুম শওকতজঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়েই আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে। |
| লুৎফা ॥ | সে যাক। আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দু'জন। |
| সিরাজ ॥ | অনেক সময়ে সত্যই তা ভেবেছি লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিন্ত সাধারণ গৃহস্থের ছোট সাজানো সংসার আমরা পেতাম। |
| | (পরিচারিকার প্রবেশ) |
| পরিচারিকা ॥ | বেগম সাহেবা। |
| লুৎফা ॥ | (তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) জাঁহাপনা এখন বিশ্রাম করছেন যাও। |
| পরিচারিকা ॥ | সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে। |
| | (পৌছোতে লাগল) |
| লুৎফা ॥ | না। |
| | (পরিচারিকার প্রস্থান) |
| সিরাজ ॥ | (এগিয়ে আসতে) মোহনলালের জরুরী খবরটা শুনতেই দাও লুৎফা। |
| | (লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করল) |
| লুৎফা ॥ | (আবেগ জড়িত কণ্ঠে) না। |
| | (সিরাজ থামল ক্ষণকালের জন্যে। লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে দু ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুগাল বেয়ে) | |

## বস্তুসংক্ষেপ

ক্রুদ্ধ ঘসেটী বেগমের অপমানিত হয়ে ফিরে যাওয়ার ঘটনায় বিচলিত হয়েছেন লুৎফুন্নিসা। মাতৃস্থানীয়ার প্রতি নবাবের রূঢ় আচরণ অনুচিত মনে হয়েছে তাঁর। লুৎফা নবাবের কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে ফেললে, বাইরের চাপে অসহায় সিরাজ এই প্রথম নিজ অন্তঃপুরে প্রিয়তমা বেগমের অনুযোগের মুখোমুখি হন। অনুযোগের জবাব দিতে গিয়েই আত্মউন্মোচন ঘটে সিরাজ চরিত্রের। অসহায় এই নবাব সাধারণ মানুষের মতই নিজের সহধর্মিনীর কাছে তাঁর বিপর্যস্ত মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেন।

ব্যক্তি সিরাজের শেষ আশ্রয়, তাঁর বিশ্বাসের সর্বশেষ অবলম্বন প্রিয়তমা বেগম লুৎফুন্নিসা। লুৎফাও যখন অন্ধ হয়ে অনুযোগ করেন সিরাজকে তখন হাহাকার করে ওঠে নবাবের নিরাশ্রয়ী চিত্ত। এভাবেই আত্মন্মোচন ঘটে ব্যক্তি তথা মানুষ সিরাজের। সিরাজ স্পষ্টতই লুৎফাকে বুঝিয়ে দিন যে, ঘসেটী বেগম নবাবের ধ্বংসের আয়োজনে মেতে উঠেছেন। তিনি লুৎফাকে স্মরণ করিয়ে দেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতামহের কাছে তাঁর মদ ারর্শ না করার প্রতিজ্ঞার কথা, ঐ প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন সিরাজ। ঘসেটী বেগমের ধনভান্ডারে নবাবের অযাচিত নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ খন্ডন করে লুৎফাকে তিনি বুঝিয়ে দেন, ঘসেটী বেগম কীভাবে নিজের অর্থভান্ডার নবাবের শত্রু শওকতজঙ্গের সাফল্যের জন্য উজাড় করে দিয়েছেন। সিরাজ অনুভব করেন তাঁর চারদিকে দেয়াল আর দেয়াল। এ সব প্রতিবন্ধক লঙ্ঘন করার শক্তি যেন তিনি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছেন। অমাত্য আর তাঁর নিজের মধ্যে, দেশের শাসন ব্যবস্থা আর দেশশাসকের মধ্যে, নিজের চিন্তা আর কাজের মধ্যে, স্বপ্ন আর বাস্তব এবং অদৃষ্ট এবং কল্যাণের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রতিবন্ধক। কোনো প্রতিবন্ধক তিনি অতিক্রম করেছেন, কোনোটিকে দিয়েছেন গুড়িয়ে- কিন্তু প্রতিবন্ধকের শেষ নেই। সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে প্রতিবন্ধক মোকাবেলা করতে করতে সিরাজের প্রাণশক্তি আজ বিবশ প্রায়। এখন আবার কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে লিপ্ত। এদের প্রতিরোধ না করলে রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রান্ত হবে যে কোনো সময়। আলীনগরের সন্ধি অগ্রাহ্য করেছে ইংরেজরা, তাদের মদদ দিচ্ছে। বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গ। ধর্মের নামে শপথ নিয়ে যারা নবাবের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলো সে প্রতিজ্ঞা তারা ভঙ্গ করেছে। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ আর মীরজাফরকে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দিলে হয়ত দেশের রাজনৈতিক সংকটের প্রতিকার হতো কিন্তু তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাবাহিনী এমন ব্যবস্থা মেনে নিতো কিনা এই সংশয় সিরাজকে শত্রু দমনে করেছে দ্বিধান্বিত।

বাংলার রাজনৈতিক জীবনের এই দুর্যোগময় অবস্থায় সহধর্মিনী লুৎফা অন্তঃপুরে নবাবকে কিছু দিন বিশ্রামের অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কর্তব্যসচেতন সিরাজ উপেক্ষা করেছেন এই আন্তরিক আহ্বান। প্রিয়তমা লুৎফার কাছাকাছি বহুদিন আসতে না পারার অপরাধ অকপটে স্বীকার করে নেন সিরাজ। ব্যক্তি সিরাজ আর লুৎফার মাঝখানেও উঠে দাঁড়িয়েছে রাজত্বের দেয়াল। ঐ দেয়াল উঠে গেলে হয়তো সিরাজ লুৎফা গৃহস্থের শান্তিময় নিভৃত সংসার লাভ করতেন- কিন্তু অদৃষ্ট মধুময় এ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে তাঁদের। মোহনলালের কাছে থেকে পাওয়া জরুরি সংবাদের সূত্রে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে অশ্রুসিক্ত লুৎফুন্নিসার নীরব আহ্বান ও প্রসারিত বহ ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়তে হলো পুনরায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| ☞ | নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. ঘসেটী বেগম সম্পর্কে সিরাজের ধারণা ব্যক্ত করুন।
২. সিরাজ ও লুৎফার মানবিক সম্পর্কের পরিচয় দিন।
৩. রাজনেতিক সংকটে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থার বর্ণনা দিন।
৪. মানুষ বা ব্যক্তি সিরাজের অন্তর্জগতের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।
৫. সিরাজ-চরিত্রের ইতিবাচক কিছু গুণের উল্লেখ করুন।
৬. 'তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাবো বলো ত লুৎফা'- এই সংলাপটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৭. তুমিও আমার বিচার করতে বসলে'- কে কখন কার উদ্দেশ্যে এবং কী অর্থে সংলাপটি উচ্চারণ করেছে?

**প্রশ্ন ঃ ঘসেটী বেগম সম্পর্কে সিরাজের ধারণা ব্যক্ত করুন।**

**উত্তর ॥** বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে কেন্দ্র করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার লাভ করেছিলো নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগম ছিলেন তার অন্যতম হোতা।

লুৎফার অনুযোগের উত্তরে সিরাজ ঘসেটী বেগম সম্পর্কে নিজের ধারণা দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারণ করেন। সিরাজের ধ্বংসের আয়োজনে ঘসেটী বেগম মেতে উঠেছেন। সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলেই ঘসেটী বেগম সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন। নবাব মাতৃস্থানীয়া এই নারীর অর্থ সম্পদে হস্তক্ষেপ করেছেন বলেই যে তিনি বিরক্ত, সিরাজ তা মনে করেন না। কেননা বিপুল উৎসাহ নিয়ে ঘসেটী বেগম প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছেন নবাবের শত্রুদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য। সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করার জন্য শওকতজঙ্গের পেছনে ব্যয় করেছেন অজস্র অর্থ। সিরাজের বিবেচনায় ঘসেটী বেগম তাই কুচক্রী, 'ক্ষমতাভিলাসী' ও 'স্বার্থপরায়ণ রমণী' হিসেবে চিহ্নিত।

**প্রশ্ন ঃ সিরাজ ও লুৎফার মানবিক সম্পর্কের পরিচয় দিন।**

**উত্তর ॥** চারদিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হওয়ায় মানসিককভাবে বিপর্যস্ত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ফিরে এসেছেন তাঁর বিশ্বাসের শেষ আশ্রয় সহধর্মিনী লুৎফার কাছে। কিন্তু লুৎফার অনুযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বিপর্যস্ত নবাব যে কথাগুলি উপস্থাপন করেন তাতে প্রেমময় ব্যক্তি সিরাজের অন্তর্জগতের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। অনুযোগ সত্ত্বেও, আপৎকালে লুৎফাই যে বিপর্যস্ত সিরাজের শেষ ভরসাস্থল, সিরাজ লুৎফা দম্পত্তির সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। নবাবের চারপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে দেয়ালের পর দেয়াল। অমাত্যবর্গ, দেশের শাসন ব্যবস্থা আত্মীয়বর্গ, স্বপ্ন-বাস্তব চিন্তা কাজ কল্যাণ আর সিরাজের মধ্যে গড়ে উঠেছে দেয়ালের ব্যবধান। এখন লুৎফা ও সিরাজের মধ্যেই তৈরি হয়েছে রাজত্বের অলঙ্ঘ্য দেয়াল। কিন্তু দুজনের মধ্যকার মানবিক সম্পর্কের অচ্ছেদ্যে নিবিড়তাকে অস্বীকার করতে পারেন না ব্যক্তি ও প্রেমিক সিরাজ। দুজনের মধ্যকার ব্যবধানের দেয়াল ও দূর হয়ে যাক- এমন প্রত্যাশাও মনে জেগেছে সিরাজের। তাঁর মনে হয়েছে রাজত্বের বৈভব ও ঐশ্বর্যের বদলে লুৎফাকে নিয়ে সাধারণ গৃহস্থের নিশ্চিন্ত শান্তিময় সাজানো সংসার তিনি পেতে পারতেন।

**প্রশ্ন ঃ সিরাজ-চরিত্রের ইতিবাচক কিছু গুণের উল্লেখ করুন।**

**উত্তর ॥** সিকান্দার আবু জাফর অঙ্কিত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা চরিত্র বয়সে নবীন হয়েও আচরণে ধীর, ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত হয়েও কর্তব্য সচেতন, অনিবার্য পতনের আশঙ্কা-মুহূর্তেও বলিষ্ঠ চিত্তের অধিকারী। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সিরাজ চরিত্রের ইতিবাচক কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সিরাজ তাঁর মাতামহ আলবির্দী খাঁর মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি মদ ারর্শ করবেন না। সিরাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সিরাজ দৃঢ় চিত্তের অধিকারী। পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কেও তার জ্ঞান তীক্ষ্ণ। সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গের যথাযোগ্য দন্ড হয়তো দেয়া যেতো কিন্তু তাদেরই আস্থাভাজন সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কিনা এই সন্দেহে সিরাজ দন্ডাদেশ দানে নিবৃত্ত থেকেছেন। অবসন্ন ও বিপর্যস্ত সিরাজ লুৎফা যখন অন্তঃপুরে বিশ্রাম গ্রহণের অনুরোধ করেন, তখন দেশের আপৎকালীন আস্থা ভাজন করে কর্তব্য সচেতন সিরাজ তা অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন- 'আর কাল সকালেই দেশের পথে ঘাটে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েক শ' বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রসলীলার কাহিনী।' মোহনলালের কাছ থেকে জরুরি সংবাদ পাওয়া মাত্র লুৎফার প্রসারিত হাতকে সরিয়ে সিরাজের প্রস্থানের মধ্যে কর্তব্যসচেতন সিরাজের পরিচয় বিধৃত।

## প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

| | |
|---|---|
| ☞ | যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

১. আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।
২. শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।
৩. আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়।
৪. আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন।
৫. আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত।

## উত্তর

**আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।**

বক্ষ্যমান সংলাপটি বিশিষ্ট নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে গৃহীত হয়েছে। সহধর্মিণী লুৎফার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত সংলাপটিতে চারদিকের ষড়যন্ত্র জালে আবদ্ধ অসহায় সিরাজের মনস্তাপ প্রকাশিত হয়েছে।

যুগপৎ ঘরে বাইরে পাতা ষড়যন্ত্র জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন নবাব সিরাজ। জননীর সহোদরা মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগম নবাবের বিরোধিতায় এখন এক প্রকাশ্য শক্তি। স্বাভাবিকভাবেই সিরাজ তার গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। সরলা লুৎফা নবাবের এই আচরণে বিচলিত হয়ে উত্থাপন করেছেন অনুযোগ। লুৎফার অনুযোগের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়েই সিরাজ আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন। সিরাজের ব্যবহারে অমাত্যবর্গ ও আত্মস্বজন অপমান বোধ করছেন। অথচ রাজ্যরক্ষার স্বার্থেই সিরাজকে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিস্তার ঘটানো যে দেশদ্রোহিতার নামান্তর এবং নবাবকে অপমান করার সামিল- সরলা লুৎফা পর্যন্ত তা অনুভব করতে পারেন নি। মনস্তাপদীর্ণ সিরাজ তাই আক্ষেপ করেই বলেছেন যে, তার আচরণে সবাই অপমানিত বোধ করছেন, অথচ নবাব যে প্রতিনিয়িত অপমানের মুখোমুখি হচ্ছেন সে হিসেব কেউ রাখে না। দেশের বিপর্যয় মুহূর্তে অপমানাহত নবাবের এই সংলাপে ব্যথিতচিত্ত অসহায় এক মানুষের বেদনাময় আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে।

**আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত।**

কবি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে উদ্ধৃত সংলাপটি চয়ন করা হয়েছে। অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সহধর্মিণী লুৎফুন্নিসার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত এ সংলাপে অসহায় সিরাজের মনোবেদনার প্রকাশ ঘটেছে।

ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। তাঁর বিশ্বাসের শেষ আশ্রয় সহধর্মিণী লুৎফা। রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন সিরাজ ধীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছেন অন্তঃপুরে, প্রিয়তমা স্ত্রী লুৎফার কাছে। সামান্য কিছু দিনের রাজ্য পরিচালনার অভিজ্ঞতার সূত্রে সিরাজ অনুভব করেছেন চারদিক থেকে অসংখ্য দেয়াল উঠে তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। দেশীয় শত্রু ও বহির্শত্রুর সঙ্গে এখন মিলিত হয়েছে নবাব অন্তঃপুরের নিকটাত্মীয় জন। ফলে চারদিক থেকে উঠে আসা প্রতিবন্ধককে লঙ্ঘন করার শক্তি যেন তিনি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছেন। প্রিয়তমা পত্নী লুৎফা যখন পরম আন্তরিকতায় বিশ্রামের জন্য নবাবকে আহ্বান জানিয়ে বলেন- 'আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন' - তখন বঞ্চিতা লুৎফার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও সিরাজ অকপটে স্বিকার করে নেন তাঁদের দুজনের মধ্যখানে বেড়ে ওঠা রাজত্বের দেয়ালের কথা। কখনো কখনো সিরাজ প্রত্যাশা করেছেন ব্যবধান বা দূরত্বের এই দেয়াল উঠে যাক। হয়তো এর বিনিময়ে সাধারণ গৃহস্থের শান্তি ও সুখের সাজানো সংসার তারা লাভ করতেন।

আলোচ্য সংলাপের মাধ্যমে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার অন্তর্জগতের প্রকৃত পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

# পাঠ ৩

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- আসন্ন যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় চিন্তিত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মনোজগতের পরিচয় দিতে পারবেন।
- যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব সৈন্যের অবস্থানগত পরিকল্পনার পরিচয় দিতে পারবেন।
- যুদ্ধ জয়ে নবাবের একমাত্র ভরসা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যুদ্ধের গোপন সংবাদ সংগ্রহে ক্লাইভ ও মীরজাফরের তৎপরতার বর্ণনা দিতে পারবেন।

## মূলপাঠ

| শব্দার্থ ও টীকা | মূলপাঠ |
|---|---|
| **প্রহর** – তিন ঘন্টা কাল; দিন রাতের আটভাগের একভাগ সময়।<br>**কুর্নিশ** – নবাবকে সম্মান দেখাবার জন্য পিছনে হটে গিয়ে অবনত মস্তকে সালাম।<br>**রাজদ্রোহ** – রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্রোহ।<br>**প্রবৃত্তি** – াৃহা; অভিরুচি।<br>**মতলব** – অভিসন্ধি।<br>**হাসিল** – বুদ্ধি ও কৌশলে কার্য উদ্ধার।<br>**ফৌজ** – সৈন্য।<br>**ছাউনী** – শিবির।<br>**গড়বন্দী** – এখানে পরিখা অর্থে।<br>**ঢিপি** – উঁচু স্থান।<br>**দু'কদম** – দু'পা, দুই পদক্ষেপ সমান।<br>**রৌশনি** – আলোক সজ্জা।<br>**তল্লাসী** – খোঁজ, অনুসন্ধান।<br>**গুপ্তচর** – গোপন সংবাদ সংগ্রহকারী।<br>**কদমমুবারক** – পাদমঙ্গল।<br>**কদম** – পা।<br>**ফরিয়াদ** – নালিশ।<br>**মৃত্যুবিধান** – মৃত্যুর আদেশ।<br>**মেহেরবান** – দয়ালু। | **তৃতীয় অংক॥ দ্বিতীয় দৃশ্য**<br>সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ২২শে জুন। স্থান ঃ পলাশীতে সিরাজের শিবির।<br>[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে সিরাজ, মোহনলাল, মীরমর্দান, প্রহরী, বন্দী কমর]<br>(গভীর রাত্রি। শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তাগ্রস্তভাবে পায়চারী করছেন। দূর থেকে শৃগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।)<br>সিরাজ ॥ দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হল। শুধু ঘুম নেই। শেয়াল আর সিরাজ-উ-দ্দৌলার চোখে। (আবার নীরব পায়চারী) ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই-)<br>(মোহনলালের প্রবেশ। কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই)<br>সিরাজ ॥ সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি। তারা শৃঙ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে। কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে ত ারষ্ট রাজদ্রোহ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছে। আশ্চর্য!<br>মোহনলাল ॥ জাঁহাপনা।<br>সিরাজ ॥ হ্যাঁ বল মোহনলাল কি খবর।<br>মোহনলাল ॥ ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না। অবশ্য তারা অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত। নবাবের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে ওদের কামান হবে গোটা দশেক। আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি।<br>সিরাজ ॥ এখন প্রশ্ন হল আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কিনা।<br>মোহনলাল ॥ জাঁহাপনা।<br>সিরাজ ॥ এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছ ত? মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজের নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে।<br>মোহনলাল ॥ সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে। (নবাবের |

**সোরাহী** – জলের কুঁজো।
**উৎকর্ণ** – শুনবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র।
**রেহেল** – যার উপর পবিত্র কুরআন শরীফ বা যে কোন বই রেখে পড়া হয়।
**মোনাজাত** – প্রার্থনা।
**তুর্যনাদ** – বর্ণবাদ্যের শব্দ।

**টীকা**

**ইয়ার লুৎফ খাঁ** – পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফরের সহযোগী সেনাপতি।
**সাঁফ্রে** – পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যতম বিশ্বস্ত ফরাসি সেনাপতি।
**বদ্রী আলী খাঁ** – পলাশীর যুদ্ধে নবাব পক্ষের অন্যতম যোদ্ধা ও সেনাপতি, মীর মর্দান এর জামাতা।
**নৌবেসিং হাজারী** – নবাব পক্ষের অন্যতম সেনাপতি।
**পলাশী** – এ গ্রামেরই প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন তারিখে ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
**উমর বেগ জমাদার** – মীর জাফরের বিশ্বস্ত গুপ্তচর।

হাতে পত্র দান। নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন।)

সিরাজ ॥ বেঈমান।

মোহনলাল ॥ ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে। সে সিপাহসালারের জবাবের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ ॥ সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ। মতলব হাসিল করার জন্যে যে কোন অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কাছে সব কিছুই যেন একটা বড় রকমের জুয়ো খেলা। (মীরমর্দানের প্রবেশ। যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল।)

সিরাজ ॥ বলো মীরমর্দান।

মীরমর্দান ॥ ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোটো বাড়িটায়। এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে।

সিরাজ ॥ তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে ত?

মীরমর্দান ॥ (একটা প্রকান্ড নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে) আমরা সব গুছিয়ে ফেলেছি। (নকশা দেখাতে দেখাতে) আপনার ছাউনীর সামনে গড়বন্দী হয়েছে। ছাউনীর সামনে মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমি। আরও ডানদিকে গঙ্গার ধারে এই ঢিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্রীআলী খার অধীনে যুদ্ধ করবে। তাদের ডান পাশে গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবেসিং হাজারীর বাহিনী। বা দিক দিয়ে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধ চন্দ্রাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহসালার, রায়দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁ।

সিরাজ ॥ (নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারী করলেন) কত বড় শক্তি তবু কত তুচ্ছ মীরমর্দান।

মীরমর্দান ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ আমি কি দেখছি জানো? কেমন যেন অঙ্কের হিসেবে ওদের সুবিধার পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে।

মীরমর্দান ॥ ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমার বাহিনীই যথেষ্ট।

সিরাজ ॥ ঠিক তা নয় মীরমর্দান। আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোড় সওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে। তারা জান দিয়ে লড়বে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে, এসো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি।

মোহনলাল ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ মীরজাফরদের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষবাগের অর্ধেকটা ঘিরে। যুদ্ধে তোমাদের হারতে থাকলে ওরা দু'কদম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়। যেন নিশ্চিন্তে আস্থা বাড়ি যাচ্ছে।

মীরমর্দান ॥ কিন্তু আমরা হারব কেন?

সিরাজ ॥ না হারলে ওরা যে তোমাদের ওপরেই গুলী চালাবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যাক শিবিরের কাছে ওদের ফৌজ রাখবার কথা আমরাও ভাবিনা। কারণ, সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে, ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরী করবে না।

মোহনলাল ॥ ওদের সেনা বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয়-

| | |
|---|---|
| সিরাজ ॥ | এনেছি চোখে চোখে রাখার জন্যে। পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করতো। |
| মীরমর্দান ॥ | এত চিন্তিত হবার কারণ নেই জাঁহাপনা। আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না। |
| সিরাজ ॥ | আমি জানি, তাই আরও বেশি করে ভরসা হারিয়ে ফেলছি। তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে। |
| মোহনলাল ॥ | আমরা জয়ী হবো জাঁহাপনা। |
| সিরাজ ॥ | পরাজিত হবে, আমিই কি তা ভাবছি। আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মত খুটিয়ে বিচার করে দেখছি। আগামিকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মীরজাফর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব সিপাহসালারকে দিতেই হবে। কি হবে কে জানে। আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছিনে, কিন্তু কেন যে পারছিনে আশা করি তোমরা বুঝছো। |
| মীরমর্দান ॥ | জাঁহাপনা। |
| সিরাজ ॥ | আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয় মোহনলাল। আমার একমাত্র ভরসা, আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মীরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু। (কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে। দু'জন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো) |
| প্রহরী ॥ | হুজুর, এই লোকটা নবাবের ছাউনীর দিকে এগোবার চেষ্টা করেছিল। (সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দীর কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন আড়াল করে দাঁড়াল। নবাব দু'প এগিয়ে এলেন। অপর দিক দিয়ে মীরমর্দান বন্দীর আর এক পাশে দাঁড়াল) |
| বন্দী ॥ | (সকাতর ক্রন্দনে) আমি পলাশী গ্রামের লোক হুজুর। রৌশনি দেখতে এখানে এসেছি। |
| মোহনলাল ॥ | (প্রহরীকে) তল্লাসী করো।<br>(প্রহরী তল্লাসী করে কিছুই পেল না)<br>কিন্তু একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না জাঁহাপনা। |
| মীরমর্দান ॥ | (প্রহরীকে) বাইরে নিয়ে যাও। কথা আদায় করো। (হঠাৎ দেখি দেখি। এ তো কমর বেগ জমাদার। মীরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই। এ ও গুপ্তচর। |
| কমর ॥ | (সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) জাঁহাপনার কাছে বিচারের জন্যে এসেছি। আমাকে আসতে দেয় না, তাই চুরি করে হুজুরের কদম মোবারকে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম। |
| সিরাজ ॥ | (কাছে এগিয়ে এসে) কি হয়েছে তোমার? |
| কমর ॥ | আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে হুজুর। |
| সিরাজ ॥ | মোহনলাল। |
| মোহনলাল ॥ | গুপ্তচর উমর বেগ জামাদার হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জাঁহাপনা। ক্লাইভের চিঠি ছিল তার কাছে। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে। |

| | |
|---|---|
| | (সিরাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন) |
| মোহনলাল ॥ | (যেন দোষ ঢাকার চেষ্টায়) সে চিঠি জাঁহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে। |
| সিরাজ ॥ | (মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু পায়চারী করে চিন্তিতভাবে) কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল। |
| কমর ॥ | জাঁহাপনা মেহেরবান। |
| সিরাক ॥ | (প্রহরীদের) একে নিয়ে যাও। কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে। |
| কমর ॥ | (রুদ্ধস্বরে) এই কি জাঁহাপনার বিচার? |
| সিরাজ ॥ | আমি জানি, এখানে এই অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এতটা নির্বোধ তুমি নও। (কঠোর স্বরে প্রহরীদের) নিয়ে যাও।<br>(বন্দী নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান) শৃগালের প্রহর ঘোষণা) |
| সিরাজ ॥ | তোমরাও এখন যেতে পারো। আজ রাতে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। (মোহনলাল ও মীরমর্দান বেরিয়ে গেল। সিরাজ পায়চারী করতে লাগলেন। সোরাহী থেকে পানি ঢেলে খেলেন। কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সিরাজ উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলেন। কি যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরান শরীফের কাছে গিয়ে জায়নামাজে বসলেন। কোরান শরীফ তুলে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে রেহেলের ওপর রেখে পড়তে লাগলেন। দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। সিরাজ কোরান শরীফ মুড়ে রাখলেন। "আসসালাতো খায়রুম মিনান্‌নাওম' এর পর মোনাজাত করলেন। আস্তে আস্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগল। হঠাৎ সূতীব্র তুর্যনাদ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান করে দিল।) |

## বস্তুসংক্ষেপ

পলাশীর প্রান্তরের আসন্ন যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা গভীর রাতে নিদ্রাহীন সময় অতিবাহিত করছেন। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলে সেনাপতি মোহনলাল উপস্থিত হন নবাবের কাছে, উদ্বিগ্ন নবাব ইংরেজদের আচরণে একাধারে ক্ষুব্ধ বিস্মিত। সভ্য জাতি হিসেবে ইংরেজদের জগৎজোড়া সুনাম, কিন্তু বাংলাদেশে তাদের আচরণ বেআইনি ও রাজদ্রোহমূলক। মোহনলাল আসন্ন যুদ্ধে নবাব পক্ষের প্রভূত শক্তির বর্ণনা দিলে আশাহত সিরাজ তাঁর সংলাপে অনিবার্য পতনের আশঙ্কাকেই মূর্ত করে তোলেন। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ প্রমুখ সেনাপতি নবাবের পক্ষ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবেন – এমন প্রত্যয় লালন করার অভিরুচি আজ আর সিরাজের নেই। লর্ড ক্লাইভ ও মীরজাফরের একাধিক গোপন চিঠি ইতোমধ্যে মোহনলালের হস্তগত হয়েছে, ধরা পড়েছে বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের দল। শত্রুপক্ষের এমন আচরণ সিরাজের বিশ্বাসের ভিতকে করেছে বিচলিত। এ সময়েই সিরাজের শিবিরে এসে উপস্থিত হন নবাবের অন্যতম বিশ্বাসভাজন সেনাপতি মীরমর্দান। মীরমর্দান। মীরমর্দান পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব পক্ষের কৌশল প্রণয়ন করেছেন। এ কৌশল অনুসারে নবাবের ছাউনির সামনে তৈরি হয়েছে 'গড়বন্দী'। নবাবের ছাউনির সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন মোহনলাল, সাঁফ্রে আর মীরমর্দান। পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে উঁচু স্থানে অবস্থান নেবেন বদ্রীআলী খাঁ, গঙ্গার খুব কাছাকাছি জায়গায় প্রস্তুত থাকবেন নৌবেসিং হাজারী তার সৈন্যবাহিনী সমেত। অন্যদিকে বামপ্রান্তে, গঙ্গার পূর্বে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে সেনাবিন্যাস করেছেন সিপাহসালার মীরজাফর, রায়দুর্লভ আর ইয়ার লুৎফ খাঁ। কিন্তু

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশের এই পরিকল্পনার ফাঁকটুক দৃষ্টি এড়ায় না সিরাজের। তাঁর আশঙ্কা হয়, যুদ্ধে নবাব পক্ষ হারতে থাকলে হয়ত বিশ্বাসঘাতকরা এগিয়ে গিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকদের না রাখার পক্ষে মোহনলাল অভিমত ব্যক্ত করলে সিরাজ এদের চোখে চোখে রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেন, নতুবা এরা হয়ত সুযোগ পেয়ে রাজধানীই দখল করে ফেলবে। এই আলাপচারিতার সূত্র ধরেই অসহায় সিরাজ দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। যুদ্ধে অনেক দেশপ্রেমিকের প্রাণ বিপন্ন হবে, অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না– এই দু:শ্চিন্তাই বেশি করে পীড়া দেয় সিরাজকে। আগামীকালের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্য সিপাহসালার মীরজাফরকেই দিতে হবে সর্বময় কর্তৃত্ব যিনি বিভিন্নভাবে চিহ্নিত বিশ্বাসঘাতক। কর্তব্য নিরূপণে দ্বিধাগ্রস্ত সিরাজ নিজের হতবুদ্ধি মানসিকতা অকপটে স্বীকার করে নেন মোহনলালের কাছে আসন্ন যুদ্ধে সিরাজরে ভরসা তাই নিজের বিপুল সেনাবাহিনীর শৌর্য-বীর্য ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাঁর সর্বশেষ ভরসা আগামীকাল পলাশীর 'যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মীরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু'।

শত্রুপক্ষের এক গুপ্তচরকে হাজির করে সিরাজের সামনে। সেনাপতি মীরমর্দান সহজেই চিনে ফেলেন কমরবেগ জমাদার নামক এই গুপ্তচরকে। এরই ভাই উমরবেগ জমাদার ক্লাইভের চিঠি সমেত ধরা পড়ে পালানোর মুর্হর্তে প্রহরীদের তলোয়ারের আঘাতে মারা যায়। সিরাজ তথ্যটি অবগত হন এবং চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে শুরু করেন। কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে সিরাজ যে নিঃসন্দেহ নন একথা জানিয়ে দেন তিনি মোহনলালকে। এ পর্যায়েই বন্দি গুপ্তচরকে কাল যুদ্ধ শেষে মুক্তি দেবার আদেশ দিয়ে মোহনলাল ও মীরমর্দানকে বিদায় জানান নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন। অমঙ্গলসূচক প্যাঁচা কোথাও ডেকে ওঠে। কুঁজো থেকে পানি ঢেলে পান করেন সিরাজ। পবিত্র কোরাণ শরীফ রেহেলে রেখে পাঠ করতে শুরু করেন তিনি। দূর থেকে ভেসে আসে আজানের ধ্বনি। সিরাজ প্রার্থনা করেন, ক্রমশ পাখির ডাক জেগে ওঠে বাইরে। এ সময়েই আকস্মিকভাবে সুতীব্র তুর্যনিনাদ প্রভাতী নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দেয় খান খান করে।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| | নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

## সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পলাশীর যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় চিহ্নিত সিরাজের মনোজগতের পরিচয় দিন।
২. যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের অনুগত সৈন্যদের কৌশলগত অবস্থানের যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিলো তার বিবরণ দিন।
৩. গোপন তথ্য সংগ্রহে ক্লাইভ ও মীরজাফরের তৎপরতার বর্ণনা দিন।
৪. পলাশীর যুদ্ধ জয়ে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার একমাত্র ভরসা সম্পর্কে ধারণা দিন।
৫. 'কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে'এক কার উদ্দেশ্যে কেন সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?
৬. 'কত বড় শক্তি তবু কত তুচ্ছ মীরমর্দান'। - সিরাজের এই সংলাপের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

## নমুনা উত্তর

**প্রশ্ন ঃ গোপন তথ্য সংগ্রহে ক্লাইভ ও মীরজাফরের তৎপরতার বর্ণনা দিন।**

**উত্তর ॥** বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তৃত হয়েছে তার প্রধান হোতা সিপাহসালার মীরজাফর আলী খাঁ। ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ করেও মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিয়েছেন, তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছেন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ধূর্ত ক্লাইভের সঙ্গে। আসন্ন পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ক্লাইভ ও মীরজাফর নবাব পক্ষের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযোগ করেছেন গুপ্তচরবর্গ। ইতোমধ্যে সেনাপতি মোহনলালের অনুচরদের হাতে ধরা পড়েছে মীরজাফর এর উদ্দেশ্যে লেখা লর্ড ক্লাইভের তিনখানা চিঠি। মীরজাফরের অনেক গুপ্তচরের একজন উমর বেগ জমাদার কিছুদিন পূর্বে নবাব সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে এবং পালানোর চেষ্টা কালে প্রহরীদের তলোয়ারের আঘাতে মারা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব রাত্রের মীর জাফরের এক গুপ্তচর নবাবের ছাউনির অত্যন্ত কাছাকাছি এলাকায় ধরা পড়ে। ধৃত এই গুপ্তচর উমরবেগ জমাদারেরই ভাই কমরবেগ জমাদার। মীরজাফর ক্ষমতালিপ্সু বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু লর্ড ক্লাইভ তারও চেয়ে ধূর্ত। এই দুয়ের সংযোগ ও নবাব পক্ষের গোপন তথ্য সংগ্রহে কূট তৎপরতা পলাশীর যুদ্ধের সাজানো নাটকের মহড়ারই অংশবিশেষ।

**প্রশ্ন ঃ পলাশীর যুদ্ধ জয়ে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার একমাত্র ভরসা সম্পর্কে ধারণা দিন।**

**উত্তর ॥** পলাশী প্রান্তরের আসন্ন যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা চিন্তান্বিত। চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হওয়ায় সিরাজ ক্রমে ক্রমে অনিবার্য ভবিতব্যকেই যেন প্রত্যক্ষ করে চলেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবপক্ষের সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত। কিন্তু সংশয়াচ্ছন্ন সিরাজের এ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওই বিশ্বাসঘাতকের দল ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে। অথচ যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব বাধ্য হয়েই সিপাহসালার মীরজাফর আলী খাঁকে দিতে হবে। এর ফল কী পরিণাম বহন করে আনবে সিরাজ তা জানেন না। দেশের এই দুর্যোগ মুহূর্তে কর্তব্য নির্ধারণ করাও তার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় তাঁর ভরসা নিজের অধীন বিশাল সেনাবাহিনী নয়। বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার আশঙ্কায় যদি মীরজাফর, দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অন্তরে দেশপ্রেমের চেতনা শেষ মুহূর্তেও জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকটুই দেশের দুর্যোগঘন অবস্থায় সিরাজের একমাত্র ভরসা।

## প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

| | |
|---|---|
| ☞ | যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

১. তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশী করে পীড়া দিচ্ছে।
২. আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেব মীরজাফর।
৩. আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মীরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু।
৪. কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল।

### উত্তর

**তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশী করে পীড়া দিচ্ছে।**

কবি ও নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে বক্ষ্যমাণ সংলাপটি উদ্ধৃত হয়েছে। সেনাপতি মীরমর্দানের উক্তির জবাবে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন তারিখ পলাশীতে সিরাজের শিবিরে নিদ্রাহীন সময় অতিবাহিত করছেন নবাব সিরাজ। শলা পরামর্শের জন্য সিরাজের শিবিরে উপস্থিত সেনাপতি মোহনলাল ও সেনাপতি মীরমর্দান। মীরমর্দান নবাবের সামনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রণকৌশলের নকশা উপস্থাপন করে বুঝানোর চেষ্টা করছেন যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনার কথা। কিন্তু ষড়যন্ত্রের জালে আবৃত সিরাজ সংশয়াচ্ছন্ন। মীরজাফর এবং তার সহযোগী সেনাপতিরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করে যে কোন মুহূর্তে ক্লাইভের সঙ্গে মিলিত হতে পারে এ আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে পারেন না তিনি। মোহনলাল সিরাজকে আশ্বস্ত করার জন্য যখন বলেন তাদের প্রাণ অক্ষুণ্ন থাকতে নবাবের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না, তখন বিপন্ন সিরাজ তার আস্থাশন্যতার কথা অকপটে স্বীকার করে নেন। তিনি জানেন মোহনলাল মীরমর্দানের মতো আস্থাভাজন সেনাপতিরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে পিছপা হবেন না। কিন্তু অনিবার্য ভবিতব্য যেন প্রত্যক্ষগোচর করতে পারছেন সিরাজ-উ-দ্দৌলা। তাঁর বিশ্বাসভাজন সেনাপতিরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন, অথচ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না- এমন আশঙ্কাই আজ অসহায় সিরাজকে ব্যাকুল করে তুলেছে।

অনিবার্য পতনের মুখে ভবিষ্যৎ সৃষ্টার মতই যুদ্ধের ফলাফল অনুমান করে মনস্তাপে দীর্ঘ সিরাজের পরিচয় আলোচ্য ব্যাখ্যাংশে উন্মোচিত হয়েছে।

**কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল।**

আলোচ্য সংলাপটি সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। নবাব সিরাজ সেনাপতি মোহনলালের উদ্দেশে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বরাত্রে পলাশীতে নবাবের শিবিরের নিকটে মীরজাফর নিযুক্ত গুপ্তচর নবাবের প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছে শলা পরামর্শের শিবিরে এ সময়ে উপস্থিত আছেন সেনাপতি মীরমর্দান ও সেনাপতি মোহনলাল। ধৃত বন্দীকে নবাবের সামনে হাজির করলে সেনাপতি মীরমর্দান মীরজাফরের গুপ্তচরটিকে শনাক্ত করেন। ইতঃপূর্বে ধৃত ও পালানোর মুহূর্তে প্রহরীদের তলোয়ারের আঘাতে নিহত উমরবেগ জমাদারের ভাই এই গুপ্তচরটির নাম কমরবেগ

জমাদার। কমরবেগ প্রথমে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নবাব শিবিরের আলোকসজ্জা দেখতে এসেছে বললেও, পরবর্তীতে তার পরিচয় প্রকাশিত হলে সে নবাবের কাছে ভাই হত্যার বিচার চাইতে এসছে বলে জানায়। নবাব সন্দেহের চোখে মোহনলালের দিকে তাকালে মোহনলাল অনেকটা যেন দোষ ঢাকার চেষ্টায় ক্লাইভের চিঠি সমেত উমরবেগের ধরা পড়ার কথা বলেন। বাজেয়াপ্ত করা চিঠিটি ইতঃপূর্বে নবাবের কাছে দাখিল করা হয়েছে, এ তথ্যও মোহনলাল পরিবেশন করেন। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ অথচ জনদরদী নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার কাছে মোহনলালের দেয়া কৈফিয়ৎ পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে না। সিরাজ তাই রষ্টতই জানিয়ে দেন যে, যখন তখন মৃত্যুবিধান করাটা ক্ষমতাধর শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহমুক্ত নন। এই সংলাপ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সুশাসক ও জনদরদী নবাবের চরিত্রের একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

## পাঠ ৪

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- যুদ্ধে নবাবপক্ষের পরাজয়ের কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- যুদ্ধের সংবাদ শুনে বিচলিত সিরাজের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাইসুল জুহালা হত্যাকান্ডের বর্ণনা দিতে পারবেন।

| শব্দার্থ ও টীকা | মূলপাঠ |
|---|---|
| **মহড়া** – আড়ম্বরের সঙ্গে প্রদর্শন।<br>**ঘায়েল** – নিহত অর্থে।<br>**বাদরু** – বিস্ফোরক চূর্ণ যা দিয়ে কামান বন্দুক ইত্যাদির গুলি প্রস্তুত হয়।<br>**হাতাহাতি** – হাতে হাতে লড়াই।<br>**দূরবীণ** – দূরের বস্তু রষ্ট রূপে দেখার যন্ত্র।<br>**Excellency** – সম্রাট, গভর্নর, রাষ্ট্রদূত প্রমুখের পদবি।<br>**Standing like pollar** – স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে, স্থানুর মতো দাঁড়ানো অর্থে।<br>**The bravest soldier** বীরশ্রেষ্ঠ সৈনিক।<br>**আত্মাভিমান** – নিজের উপর নিজের অভিমান।<br>**রাজধানীতে** – এখানে মুর্শিদাবাদে অর্থে প্রযুক্ত। | **তৃতীয় অংক ॥ তৃতীয় দৃশ্য**<br>সময় ১৭৫৭ সাল ২৩শে জুন। স্থান ঃ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে।<br>[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে সিরাজ, প্রহরী, সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক, তৃতীয় সৈনিক, সাঁফ্রে, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, ইংরেজ সৈনিকগণ]<br>(গোলাগুলির শব্দ, যুদ্ধ কোলাহল। সিরাজ নিজের তাঁবুতে অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন। সৈনিকের প্রবেশ।<br><br>সিরাজ ॥ (উৎকণ্ঠিত) কি খবর সৈনিক?<br>সৈনিক ॥ যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানীর ফৌজ পিছু হটে গিয়ে লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। সিপাহসালার, সেনাপতি রায় দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি।<br>সিরাজ ॥ মীরমর্দান, মোহনলাল?<br>সৈনিক ॥ ওরা শত্রুদের পিছু হটিয়ে লক্ষবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।<br>সিরাজ ॥ আচ্ছ যাও।<br>(সৈনিকের প্রস্থান। কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)<br>২য় সৈনিক ॥ দুঃসংবাদ জাঁহাপনা। সেনাপতি নৌবেসিং হাজারী ঘায়েল হয়েছেন।<br>সিরাজ ॥ (কঠোর স্বরে ) যাও।<br>(প্রস্থান। একটু পড়ে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)<br>৩য় সৈনিক ॥ সেনাপতি মীরমর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়বার জন্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।<br>সিরাজ ॥ আর কোম্পানীর ফৌজ যখন কামান ছুঁড়বে? |

**কৈফিয়ৎ** – দোষের কারণ প্রদর্শন; জবাবদিহি।
**দেহরক্ষী অশ্বারোহী** – দেহ রক্ষায় নিযুক্ত অশ্বে আরোহনকারী সৈনিক।
**ঘোড়সওয়ার** – অশ্বারোহী।
**পরচুলা** – নকল চুল।
**পিঠমোড়া** – দুই হাত পিঠের দিকে নিয়ে বাঁধা হয়েছে এমন।
**হেফাজত** – জিম্মাদারি; রক্ষণাবেক্ষণ।
**গোরা** – ইংরেজ অর্থে; গৌরবর্ণ সৈনিক।
**বেঈমানী** – বিশ্বাসঘাতকতা।
**মোনাফেকী** – প্রতারণা, শঠতা।
**Idiot** – নির্বোধ।

৩য় সৈনিক ॥ শত্রুদের সময় দিতে চান না বলেই সেনাপতি মীরমর্দান শুধু তলোয়ার নিয়েই সামনে এগোচ্ছেন।

(দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিকি ॥ সেনাপতি বদ্রীআলী খাঁ নিহত জাঁহাপনা। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ?

সিরাজ ॥ না! যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়না বদ্রীআলী ঘায়েল হলে। মীরমর্দান, মোহনলাল আছে। কোন ভয় নেই, যাও।

(প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান। হঠাৎ যুদ্ধকোলাহল কেমন যেন আর্তচীৎকারে পরিণত হলো।)

সিরাজ ॥ কি হলো? (টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা)

সিরাজ ॥ (দ্রুত এগিয়ে এসে) কি খবর সাঁফ্রে? আমাদের পরাজয় হয়েছে?

সাঁফ্রে ॥ (কুর্নিশ করে) এখনও হয়নি You Excellency কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে।

সিরাজ ॥ শক্তিমান বীর সেনাপতি, তোমরা থাকতে যুদ্ধে হারতে হবে কেন? যাও, যুদ্ধে যাও সাঁফ্রে। জয়লাভ করো।

সাঁফ্রে ॥ আমি ত ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছি জাঁহাপনা। দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব। কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে standing like pillars.

সিরাজ ॥ মীরজাফর, রায়দুর্লভকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ের জিতবে। আমি জানি তোমরা জিতবেই।

সাঁফ্রে ॥ আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানীর ফৌজ পিছু হটে লক্ষবাগে আশ্রয় নিচ্ছিল। এমন সময়ে এলো বৃষ্টি। হঠাৎ জাফর আলী খান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না। মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না। কিন্তু সিপাহসালারের আদেশ পেয়ে tired soldiers যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল। সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করেছে। মীরমর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে। তাঁকে এগোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। And that is dangerous.

(২য় সৈনিকের প্রবেশ। কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল)

সিরাজ ॥ কি সংবাদ?

(কিছু বলবার চেষ্টা করেও পারল না)

সিরজা ॥ (অধৈর্য হয়ে কাছে এসে প্রহরীকে ঝাঁকুনি দিয়ে) কি খবর, বলো কি খবর?

২য় সৈনিক ॥ সেনাপতি মীরমর্দানের পতন হয়েছে জাঁহাপনা।

সাঁফ্রে ॥ What? Mir Mardan killed?

সিরাজ ॥ (যেন আচ্ছন্ন ) মীরমর্দান শহীদ হয়েছে?

সাঁফ্রে ॥ The bravest soldier is dead.
আমি যাই your excellency। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে। (প্রস্থান)

সিরাজ ॥ ঠিক বলেছো সাঁফ্রে, শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বীর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে এখন তা'হলে কি করতে হবে? সাঁফ্রে, মোহনলাল...

২য় সৈনিক ॥ সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে জাঁহাপনা?

সিরাজ ॥ মোহনলাল? না। নৌবেসিং বদ্রীআলী, মীরমর্দান সবাই নিহত। এখন কি করতে হবে? (পায়চারী করতে করতে হঠাৎ) হ্যাঁ আলীবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমিই ত ঘুরেছি। বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর

| | | |
|---|---|---|
| | | সৈনিক সে ত আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। (সৈনিককে লক্ষ্য করে) আমার হাতিয়ার নিয়ে এসো। আমি যুদ্ধে যাবো। আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে। |
| | | (মোহনলালের প্রবেশ) |
| | মোহনলাল ॥ | না জাঁহাপনা। |
| | | (সৈনিক বেরিয়ে গেল) |
| | সিরাজ ॥ | মোহনলাল! |
| | মোহনলাল ॥ | পলাশীতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে জাঁহাপনা। এখন আর আক্ষিমানের সময় নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে। |
| | সিরাজ ॥ | মীরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ৎ চাইব না? |
| | মোহনলাল ॥ | মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল বলে। আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না জাঁহাপনা। মুর্শিদাবাদে ফিরে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। |
| | সিরাজ ॥ | আমি একাই ফিরে যাবো? |
| | মোহনলাল ॥ | আমার শেষ যুদ্ধ পলাশীতেই। আমি যাই জাঁহাপনা। সাঁফ্রে আর আমার যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। (নতজানু হয়ে নবাবের পদারর্শ করল। তারপর দ্বিতীয় কথানা বলে বেরিয়ে গেল।) |
| | সিরাজ ॥ | (আত্মগতভাবে) যাও মোহনলাল। আর দেখা হবে না। আর কেউ রইল না। শুধু আমি রইলাম নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে, মোহনলাল বলে গেল। |
| | | (২য় সৈনিকের প্রবেশ) |
| | সৈনিক ॥ | দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রস্তুত জাঁহাপনা। আপনার হাতিও তৈরী। |
| | সিরাজ ॥ | চলো। |
| | | (যেতে যেতে কি মনে করে দাঁড়ালেন) |
| | সিরাজ ॥ | কে আছ এখানে? |
| | | (জনৈক প্রহরীর প্রবেশ) |
| | সিরাজ ॥ | সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের হেফাজতে মীরমর্দানের লাশ যেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে মীরমর্দানের লাশ দাফন করতে হবে। |
| | | (বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপত্র গুছোতে লাগলো। রাইসুল জুহালার প্রবেশ) |
| | রাইস ॥ | জাঁহাপনা তা হলে চলে গেছেন? রক্ষা। |
| | প্রহরী ॥ | আমরা সবাই চলে যাচ্ছি। |
| | রাইস ॥ | তার বোধ হয় সময় হবে না। |
| | | (বাইরে তুমুল কোলাহল) |
| | রাইস ॥ | মীরজাফর ক্লাইভের দলবল এসে পড়ল বলে। |
| | প্রহরী ॥ | তা হলে আর দেরী নয়, চলো সরে পড়া যাক। |
| | | (বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দী হল। সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে এলো ক্লাইভ,মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ। |
| | ক্লাইভ ॥ | He has fled away. আগেই পালিয়েছে। (বন্দীদের কাছে এসে) কোথায় গেছে নবাব? |
| | | (বন্দীরা নিরুত্তর) |
| | ক্লাইভ ॥ | (রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারল) কোথায় গেছে নবাব? Say |

| | |
|---|---|
| | quickly if you want to live বাঁচতে হলে জলদি করে বল। |
| রাইস ॥ | (হেসে উঠে মীরজাফরকে দেখিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? যুদ্ধে বাংলাদেশের জয় হয়েছে ত হুজুর? |
| রাজবল্লব ॥ | যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে? |
| ক্লাইভ ॥ | No time for fun, Come on, say, where is shiraj? (আবার লাথি মারল) |
| রাইস ॥ | নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা এখনও জীবিত। এর বেশি আর কিছু জানিনে। |
| রাজবল্লভ ॥ | চিনেছি, এত সেই রাইসুল জুহালা। |
| ক্লাইভ ॥ | He must be a spy. (টান মেরে পরচুলা খুলে ফেললো) |
| মীরজাফর ॥ | নারানসিং। সিরাজ-উ-দ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর। |
| ক্লাইভ ॥ | গুলী করো ওকে here and now. (দু'জন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠমোড়া করে নারান সিংকে বাঁধতে লাগলো) |
| ক্লাইভ ॥ | (মীরজাফরকে) এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ করুন। বিশ্রাম করা চলবে না। সিরাজ-উ-দ্দৌলা যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায়। (ক্লাইভ কথা বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দু'জন নারান সিংকে গুলি করল। মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ নিদারুণ শঙ্কিত। ক্লাইভ অবিচল। গুলিবিদ্ধ নারান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সহজ কণ্ঠে বললো) |
| ক্লাইভ ॥ | গুপ্তচরকে এই ভাবেই সাজা দিতে হয়। |
| নারান ॥ | (মৃত্যুস্তিমিত কণ্ঠে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেঈমানীর চেয়ে খারাপ? মোনাফেকীর চেয়ে খারাপ? (ঝিমিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ একটু সতেজ হয়ে) তবু ভয় নেই, সিরাজ-উ-দ্দৌলা বেঁচে আছে। |
| ক্লাইভ ॥ | (গোরা সৈন্য দুটিকে) How do you kill? Idiots যখন মারবে shoot straight into the heart. এমন মারবে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে। (পিস্তল বার করল) |
| নারান ॥ | ভগবান সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে রক্ষা... (ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হলো) |

## বস্তুসংক্ষেপ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলার নবাবের অনুগত বাহিনী মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পড়েছে। নিজের তাঁবুতে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। এ সময়ে একজন সৈনিক এসে সংবাদ দেয় যে যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির সৈন্য মীরমর্দান ও মোহনলালের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর আক্রমণে বাধ্য হয়ে পিছু হটেছে ববং লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। সৈনিকটি এই তথ্যও পরিবেশন করে যে যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর এবং সেনাপতি রায়ুর্লভ ও ইয়ার লুৎফ খাঁর সেনাবাহিনী যোগ দেয়নি। এরপর ক্রমান্বয়ে আরও দুজন সৈন্য এসে দুঃসংবাদ দেয় যে যুদ্ধে নৌবেসিং হাজারী নিহত হয়েছেন এবং কিছুক্ষণ আগে হওয়া বৃষ্টিতে নবাব পক্ষের বারুদ অকেজো হয়ে পড়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সেনাপতি মীরমর্দান কামানের অকেক্ষা না থেকে হাতাহাতি লড়াইয়ে অংশ নেয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। তৃতীয় সৈনিকটির কথা শেষ হতে না হতেই প্রথম সৈনিক আবার ফিরে আসে দুঃসংবাদ নিয়ে। সে জানায় সেনাপতি বদ্রীআলী খাঁর মৃত্যুসংবাদ। বিপদগ্রস্ত ও শঙ্কিত নবাব সৈনিকদেরকে অভয় দেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শেষ অবলম্বন মোহনলাল

ও মীরমর্দান এর নামোল্লেখ করে যুদ্ধের ময়দানে তাদের ফিরে যেতে বলেন। এরপর তাবুর মধ্যে থেকেই দুরবিন এর সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন সিরাজ-উ-দ্দৌলা। এ সময়ে নবাবের তাঁবুতে প্রবেশ করেন ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রে। তিনিও নবাবের কাছে হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির বর্ণনা নেন। সিরাজ-সাঁফ্রে আলাপচারিতার মাঝেই আর এক সৈনিক বহন করে আনে মীরমর্দানের মৃত্যু সংবাদ। একে একে আসা দুঃসংবাদে উদ্বেগ আকুল বিরাজ সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়ার। মাতামহ আলীবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্মৃতি জেগে ওঠে তাঁর মনে। সিরাজ এই উপলব্ধি করেন যে, এতদিনকার ভুল সংশোধনের শেষ সুযোগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। কিন্তু সিরাজের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তেই যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের সংবাদ বহন করে সশরীরে উপস্থিত হন সেনাপতি মোহনলাল। রাজধানী মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য সিরাজকে দ্রুত স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। সিরাজ প্রত্যুত্তরে সিপাহসালার মীরজাফরকে জবাবদিহি করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে মোহনলাল সময়ক্ষেপণ না করার বিনীত অনুরোধ জানান। এবং পলাশীর প্রান্তরেই যে তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ সে কথা বলে অবনত মস্তকে প্রস্থান করেন।

স্থানান্তরের জন্য নবাবের দেহরক্ষী অশ্বরোহীবৃন্দ যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন নবাবের তাঁবুতে প্রবেশ করে সিরাজরে বিশ্বস্ত গুপ্তচর রাইসুল জুহালা। সে এসেই বুঝতে পারে নবাব সিরাজ ইতোমধ্যে স্থানান্তরে গেছেন। ইত্যবসরে রাইসুল জুহালার উপস্থিতিতেই নবাবের শিবিরে হানা দেন লর্ড ক্লাইভ ও সিপাহসালার মীরজাফর। এরা এসেই বুঝতে পারেন নবাবকে ধরার উদ্দেশ্য তাদের ব্যর্থ হয়েছে। তাদের নির্দেশে রাইসুল জুহালাসহ অন্যান্য সৈন্যকে বন্দী করে ফেলে ইংরেজদের অনুগত সৈন্যরা। রাইসুল জুহালা ক্লাইভের বুটের আঘাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। ক্লাইভ টান মেরে তার পরচুলা খুলে ফেললে মীরজাফর রাইসুল জুহালাকে সিরাজের বিশ্বস্ত গুপ্তচর নারানসিং হিসেবে শনাক্ত করেন। ক্লাইভের নির্দেশে নারান সিংহকে গুলি করে সৈন্যরা। মৃত্যুর পূর্বে স্তিমিত কণ্ঠে নারাণ এই স্বগতোক্তি করে যে গুপ্তচরের কাজ সে করেছে দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে, সে বেইমান কিংবা মোনাফেক নয়। ক্লাইভ তখন তার হৃৎপিন্ড লক্ষ করে পুনরায়গুলি ছুঁড়লে মৃত্যু ঘটে নবাবের বিশ্বস্ত গুপ্তচর নারান সিং-এর।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| ☞ | নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. পলাশীর যুদ্ধে নবাব পক্ষের পরাজয়ের কারণ কী?
৩. যুদ্ধের সংবাদ শুনে বিচলিত সিরাজের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করুন।
৪. ফরাসি সেনাপতি নবাবের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কেন?
৫. রাইসুল জুহালা হত্যাকান্ডে ক্লাইভের কী ভূমিকা ছিলো?

৬. 'আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।' কে কী উদ্দেশ্যে এই সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

## নমুনা উত্তর

**প্রশ্ন ঃ ফরাসি সেনাপতি নবাবের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কেন?**

**উত্তর ॥** ভাগ্যান্বেষণে আগত ফরাসি বণিকরাও ভারতবর্ষে এসেছিলো নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রত্যাশায়। ইংরেজদের মতো তাদের মধ্যেও একসময় জেগে ওঠে রাজ্যজয়ের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাপূরণের সূত্রেই প্রতিপক্ষ ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ফরাসিরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরি বাংলায় আসার পূর্বে ক্লাইভ বেশ কবার ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের সময় বাংলায় বসবাসকারী ফরাসি বণিকেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নবাব পক্ষে অংশগ্রহণ করে। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিলো না তাদের। মূলত প্রতিপক্ষ ইংরেজকে ঘায়েল করে ব্যবসায় জগতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিলো পলাশীযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণের লক্ষ্য। সেনাপতি সাঁফ্রে ঐ সূত্রেই নবাব পক্ষের সহযোগী হিসেবে পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাংলার নবাবের এবং ফরাসি বণিকদের শত্রুপক্ষ অভিন্ন হওয়ায় সেনাপতি সাঁফ্রের নবাবের হয়ে যুদ্ধে করাটা ছিলো স্বাভাবিক ও যৌক্তিক।

**প্রশ্ন ঃ 'আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।' কে কী উদ্দেশ্যে এই সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?**

**উত্তর ॥** একজন সৈনিক উপস্থিত থাকলেও অনেকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতেই আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ভাগ্যাহত সিরাজ-উ-দ্দৌলা। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন তারিখে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ ও তাদের তাবেদার বাহিনীর সঙ্গে নবাব পক্ষের যুদ্ধমান অবস্থায় সিরাজের কাছে যখন একে একে পরাজয়ের দুঃসংবাদ এসে পৌঁছাচ্ছিলো, তখন বিপন্নপ্রায় সিরাজ বুঝতে পারছিলেন যে যুদ্ধ জয়ে তাঁর ভরসার স্তম্ভসমূহ একে একে ধ্বংস হয়ে গেছে। নৌবেসিং হাজারী, বদ্রী আলী খাঁ আর মীরমর্দানের মত বীর সেনাপতি যখন নিহত হয়েছেন, তখন যুদ্ধ জয়ের প্রত্যাশা করা আর চলে না। ভরসার সর্বশেষ স্তম্ভ সেনাপতি মোহনলাল এখনও যুদ্ধরত। কিন্তু তিনি একাকী কীভাবে ইংরেজ ও মীরজাফরের যৌথ বাহিনীর মোকাবেলা করবেন? মানসিক বিপর্যয়ের এ অবস্থায় সিরাজ সিদ্ধান্ত নেন, তিনি সশরীরে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন। মাতামহ আলীবর্দী খাঁর সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে ময়দানে কেটেছে তাঁর শৈশব। কাজেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা তাঁর কাছে নতুন কোনো বিষয় নয়। আজ দেশের স্বাধীনতার বিপর্যয় মুহূর্তে তাই তাঁর তাঁবুতে বসে থাকার অবকাশ নেই। শত্রুদশের কৌশল নিরূপণে ইতোমধ্যে তিনি অনেক ভুল করেছেন। এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আজ আর হাতছাড়া করতে চান না নবাব সিরাজ।

তবে, এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, সিরাজের যুদ্ধে অংশগ্রহণের এই সিদ্ধান্ত নাটকে কার্যকর হয়নি। মোহনলালের পরামর্শে রাজধানী মুর্শিদাবাদ রক্ষার স্বার্থে শিবির ত্যাগ করে দ্রুত স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হন তিনি।

## প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

| | |
|---|---|
| ☞ | যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

১. বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে ত' আমি।
২. মীরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ৎ চাইব না?
৩. আমার শেষ যুদ্ধ পলাশীতেই।
৪. এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে।
৫. Idiots যখন মারবে shoot straight into the heart।

## নমুনা উত্তর

**মীরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ৎ চাইব না?**

আলোচ্য সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে সংলাপটিতে মোহনলালের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা ব্যক্ত হলেও, এই জিজ্ঞাসার তাৎপর্য বহুমাত্রিক। সিরাজের এই জিজ্ঞাসা অনাগত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যেও যেনো ধ্বনিত হয়েছে।
১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩জুন তারিখে নবাব শিবিরে উপস্থিত হয়ে সেনাপতি মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে নবাব পক্ষের চূড়ান্ত পরাজয়ের দুঃসংবাদ জানিয়ে নবাবকে রাজধানী মুর্শিদাবাদ রক্ষার স্বার্থে দ্রুত স্থানান্তরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। সিরাজ জানেন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের মূল কারণ সিপাহসালার মীর জাফর আলী খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা। কাজেই মীরজাফর আলী খাঁকে জবাবদিহি না করে কীভাবে স্থানান্তরে যাবেন নবাব সিরাজ? দেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিয়ে যে অপরাধ মীরজাফর করেছে তা ক্ষমাহীন। সিরাজের এই জিজ্ঞাসা তাই মোহনলালের উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অনাগত ভবিষ্যতের কাজেও এই জিজ্ঞাসার আর্তি পৌঁছে যায়। সিকান্দার আবু জাফর সিরাজের সংলাপে এই জিজ্ঞাসা গ্রথিত করে দিয়ে নিজের সুদক্ষ নাট্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

**আমার শেষ যুদ্ধ পলাশীতেই।**

উদ্ধৃত সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত এ সংলাপ সেনাপতি মোহনলালের।
পলাশীর যুদ্ধে অস্তমিত হয়েছে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। যুদ্ধ ক্ষেত্রে একে একে নিহত হয়েছেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের আস্থাভাজন সেনাপতিরা। এদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছেন সেনাপতি মোহনলাল। সিরাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন সেনাপতি মোহনলাল যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছেন নবাবের কাছে। তিনি নবাবকে পরামর্শ দিয়েছেন রাজধানী মুর্শিদাবাদকে রক্ষার জন্য দ্রুত স্থানান্তরে যেতে। এই পরামর্শের উত্তরে সিরাজ প্রশ্ন করেছেন তিনি একাই মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবেন কিনা। প্রত্যুত্তরে অকুতোভয় যোদ্ধা মোহনলাল পলাশীর প্রান্তর পরিত্যাগে নিজের অনীহার কথা বিনীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধে পলাশীতেই হবে মোহনলাল– এভাবেই নিজের প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন নবাব সিরাজ উ-দ্দৌলার কাছে। সেনাপতি মোহনলালের বীরোচিত এই সংলাপের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ এক দেশ প্রেমিকের ইারাতকঠিন প্রত্যয় অভিব্যক্তি পেয়েছে।

## পাঠ ৫

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- রাজধানীবাসী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পরাজিত নবাবের আপ্রাণ প্রচেষ্টার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মুর্শিদাবাদের ভীতসন্ত্রস্ত জনতার পলায়নের বিবরণ দিতে পারবেন।
- দেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে শহীদ বীরদের প্রসঙ্গে নবাব সিরাজের মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| শব্দার্থ ও টীকা | মূলপাঠ |
|---|---|
| **স্তিমিত** – অনুজ্জ্বল।<br>**ছারখার** – ধ্বংস।<br>**অভয়** – আশ্বাস; সাহস।<br>**রাজকোষ** – রাজার বা রাষ্ট্রের | **তৃতীয় অংক ॥ চতুর্থ দৃশ্য**<br>সময় ঃ ১৭৫৭ সাল ২৫শে জুন। স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।<br>(চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে সিরাজ, ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তাবাহক, জনতা ও লুৎফা।) |

ধনভাণ্ডার।

**জমাদার** – ইংরেজ আমলে উচ্চপদস্থ ভারতীয় সৈনিক বিশেষ হেড কনস্টেবল।

**খাজাঞ্চী** – কোষাধ্যক্ষ।

**ঠিকা** – অল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত; নির্ধারিত শর্তযুক্ত।

**শাঠ্য** – শঠতা; ধূর্ততা।

**সংঘবদ্ধ** – দলবদ্ধ।

**হতবল** – বলহীন।

**জৈন** – মহাবীর-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়।

**ফিরিঙ্গি** – ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর জাতি।

**খাদেম** – সেবক; ভৃত্য।

**লালায়িত** – লোলুপ, অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

## টীকা

**নাটোরের মহারাণী** – জন্ম ১১২১-১২০০(?) বঙ্গাব্দ। নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়ের স্ত্রী। দীনদুঃখীর দুর্দশা মোচন ও সমাজকল্যাণের জন্য নাটোরের মহারানী ভবানী স্বনামধন্য। ১১৫৩ বঙ্গাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। নাটোর জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। নবাব সরকারের কোষাগারে রানী ভবানী বাৎসরিক ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব জমা দিতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ইংরেজ পক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের ভৎর্সনা করেছিলেন।

**মুহম্মদ ইরিচ খাঁ** – মীর্জা ইরাজ খান নামেও পরিচিত। লুৎফুন্নিসার পিতা এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব

(দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। স্তিমিত আলোয় সিরাজ বক্তৃতা করছেন। ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে।)

সিরাজ ॥ পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে কথা গোপন ক'রে এখন আর কোন লাভ নেই। কিন্তু-

ব্যক্তি ॥ প্রাণের ভয়ে কে না পালায় হুজুর?

সিরাজ ॥ আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে, প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি? (জনতা নীরব)

সিরাজ ॥ না, প্রাণের ভয়ে আমি পালাই নি। সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পন করি নি। ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করবো বলে।

ব্যক্তি ॥ কিন্তু রাজধানী খালি করে ত'সবাই পালাচ্ছে জাঁহাপনা!

সিরাজ ॥ আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন তা না করেন। এখনও আশা আছে। এখনও আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারলে শত্রু মুর্শিদাবাদের ঢুকতে পারবে না।

ব্যক্তি ॥ তা কি করে হবে হুজুর? অতবড় সেনাবাহিনী যখন ছারখার হয়ে গেল।

সিরাজ ॥ তারা যুদ্ধ করে নি। তারা দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল, মুষ্টিমেয় সেই ক'জনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে। এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেবো না।

ব্যক্তি ॥ পরাজয়ের খবর বাতাসের বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে জাঁহাপনা। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুঠতরাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামী জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে কোন দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ ॥ আপনারা ওদের বাধা দিন। ওদের অভয় দিন। শত্রু সৈন্যদের হাতে পড়বার আগেই সাধারণ চোর-ডাকাত ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে।

ব্যক্তি ॥ কেউ মানে না হুজুর। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে।

সিরাজ ॥ কোথায় পালাবে? পেছনে থেকে আক্রমণ করার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না। আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না। সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন। এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা বার বার করে বলছি। ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হ'লে এ দেশের স্বাধীনতা চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্যক্তি ॥ জাঁহাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশী সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয় ব্যবস্থা!

সিরাজ ॥ দু'এক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য আসবে। নাটোরের মহারাণীর কাছ থেকে ও সৈন্য সাহায্য আসবে। অর্থের অভাব নেই। সেনাবাহিনীর খরচের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলুন কার কি প্রয়োজন।

সৈনিক ॥ ইয়ার লুৎফ খার সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাঁহাপনা। আমার অধীনে দুশ সিপাই। আমরা হুজুরের জন্যে

| | |
|---|---|
| সিরাজ-উ-দ্দৌলার শ্বশুর। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার বালিকা কন্যা লুৎফুন্নিসাকে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ দৌহিত্র সিরাজের সঙ্গে বিয়ে দেন। | প্রাণপণ্যে লড়তে প্রস্তুত।<br>সিরাজ ॥ বেশ, খাজাঞ্চীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। আপনার সিপাইদের তৈরী হতে আদেশ দিন। মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে অন্ততঃ দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে। জমিদারদের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়েই আমরা শত্রর মোকাবেলা করতে পারবো।<br>অপর সৈনিক ॥ আমি রাজা রাজবল্লভের অশ্বারোহী বাহিনীতে ঠিকা হারে কাজ করি। আমার মত এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে। জাঁহাপনার হুকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরে খাড়া করতে পারি।<br>সিরাজ ॥ এখুনি চলে যান। খাজাঞ্চীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন, যত দরকার।<br>(বার্তাবাহকের প্রবেশ)<br>বার্তাবাহক ॥ শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে জাঁহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ খাঁ সাহেব এইমাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।<br>সিরাজ ॥ (বিস্ময় বিমূঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ।<br>বার্তাবাহক ॥ জাঁহাপনা।<br>সিরাজ ॥ আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্যে।<br>ব্যক্তি ॥ তা'হলে আর আশা কোথায়?<br>সিরাজ ॥ তা হলেও আশা আছে।<br>(দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ)<br>২য়বার্তাবাহক ॥ জাঁহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।<br>সিরাজ ॥ তা'হলেও আশা। ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মীরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রী আলী, নৌবেসিং। তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি। এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তুপে চাপা না পড়ে।<br>(জনতা নীরব। সিরাজের অস্থির পদচারণা)<br>সিরাজ ॥ সাধারণ মানুষ ত যুদ্ধ কৌশল জানে না হুজুর।<br>সিরাজ ॥ তবু তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না। বিক্রম দিয়েই আমরা শত্রুকে হতবল করতে পারব। তা না হলে, ভবিষ্যতে বছরের পর বছর, দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশী দস্যুর হাতে যেভাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন, কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান মীরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিঙ্গি খৃষ্টান |

| | | |
|---|---|---|
| | | ওয়াটসন, ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে কিসের জন্যে? সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি? তারা চায় মসনদের অধিকার। কারন, তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না। দেশের ওপরে অবাধ লুঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজ-উ-দ্দৌলা বর্তমান থাকতে। একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন। বাংলার ঘরে ঘরে হাহাজারের বন্যা বইয়ে দেবে মীরজাফর ক্লাইভের লুণ্ঠন অত্যাচার। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান। আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন। |
| | ব্যক্তি ॥ | কিন্তু জাঁহাপনা, সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও ত' আমাদের নেই। |
| | সিরাজ ॥ | আছে। সেনাপতি মোহনলাল বন্দী হননি। তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তা'ছাড়া আমি আছি। মরহুম আলবির্দীর আমল থেকে এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে আমি শরীক হই নি? পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশীতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। আবার যুদ্ধ হবে, আর সৈন্য পরিচালনা করবো আমি নিজে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসী বীর মসিয়ে ল। |
| | | (বার্তাবাহকের প্রবেশ) |
| | বার্তাবাহক ॥ | সেনাপতি মোহনলাল বন্দী হয়েছেন জাঁহাপনা। |
| | সিরজজ ॥ | (কিছুটা হতাশ) মোহনলাল বন্দী হয়েছে? |
| | জনতা ॥ | তাহলে আর কোন আশা নেই। কোন আশা নেই। |
| | | (জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগলো) |
| | সিরাজ ॥ | মোহনলাল বন্দী? (কতকটা যেন আত্মসংবরণ করে) তা হলেও কোনো ভয় নেই। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না। |
| | | (সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনতা তাতে কান না দিয়েই পালাতেই লাগলো) |
| | সিরাজ ॥ | আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা শত্রুকে অবশ্যই রুখবো। |
| | | (সবাই বেরিয়ে গেল। অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো। লুৎফার প্রবেশ। মাথায় হাত রেখে ডাকলেন) |
| | লুৎফা ॥ | নবাব। |
| | সিরাজ ॥ | (চমকে উঠে) লুৎফা! তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন লুৎফা? |
| | লুৎফা ॥ | অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব। |
| | সিরাজ ॥ | (রুদ্ধ কণ্ঠে) কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা, দরবার ফাঁকা হয়ে গেল। |
| | লুৎফা ॥ | (কাঁধে হাত রেখে) তবু ভেঙ্গে পড়া চলবে না জাঁহাপনা। এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্ধুরা আছেন, সেখানে থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে। |
| | সিরাজ ॥ | যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন ? হ্যাঁ, আপাততঃ পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে। |

| | |
|---|---|
| লুৎফা ॥ | তা হলে আর বিলম্ব নয় জাঁহাপনা। এখুনি প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার। |
| সিরাজ ॥ | হ্যাঁ, তাই যাই। |
| লুৎফা ॥ | আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি। |
| সিরাজ ॥ | কি আর আয়োজন লুৎফা। দু'তিন জন বিশ্বাসী খাদেম সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। তোমরা প্রাসাদেই থাকো আবার যদি ফিরি, দেখা হবে। |
| লুৎফা ॥ | না, আমি যাবো আপনার সঙ্গে। |
| সিরাজ ॥ | মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে। সে কষ্ট তুমি সইতে পারবে না লুৎফা। |
| লুৎফা ॥ পারবো। আমাকে পারতেই হবে। বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহঙ্কার? মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মত তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট? আমি যাবো, আমি সঙ্গে যাবো। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সিরাজ তাঁকে দু'হাতে গ্রহণ করলেন) | |

## বস্তুসংক্ষেপ

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা রাজধানী রক্ষা করার জন্য সেনাপতি মোহনলালের পরামর্শে পালিয়ে এসেছেন মুর্শিদাবাদ। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খলার। লুঠতরাজ ও লাঞ্ছনার ভয়ে নাগরিকরা নিজেদের মূল্যবান সামগ্রীসহ শহর থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করেছেন। এ হেন অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে মুষ্টিমেয় কিছু নাগরিকের উপস্থিতিতে দরবারে অবস্থান করছেন উদ্বিগ্ন নবাব। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাগরিকরের অভয়দান করে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে, পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় চূড়ান্ত ব্যর্থতা নয়। এখনও যদি সম্মিলিত জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং হিতৈষী জমিদারবর্গ যদি প্রতিশ্রুত সেনাদল প্রেরণ করেন তাহলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ররা সম্ভব। নবাব তাই জনতার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছেন এবং তাদের মধে দেশপ্রেম চেতনা ও মনোবল সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। কিন্তু নবাবের অভয়বাণীতে ভরসা পাচ্ছেনা দরবারে উপস্থিত জনতা। তাদের মধ্য থেকে একজন ারষ্টতই বলেছে যে অতবড় সেনাবাহিনী যখন যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেছে তখন নিরস্ত্র জনতা কীভাবে শত্রুপক্ষকে মোকাবেলা করব। সিরাজ তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, পলাশীতে যুদ্ধ সংঘটিতে হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়, ষড়যন্ত্রকারীদের প্ররোচনায় সেনাবাহিনীর অধিকাংশই দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আর যারা দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখেছিলো, মুষ্টিমেয় সেই কজনই দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে। কাজেই এখনও যদি সশস্ত্র প্রতিরোধ বর্ণনা করা যায় তাহলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। নবাব জনতাকে আশ্বস্ত করার জন্য জানিয়ে দেন যে, নাটোরের মহারানীর কাছ থেকে আসবে সৈন্য সাহায্য। সেনাবাহিনী সংঘটিত করার জন্য ইতোমধ্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে রাজকোষ। নবাবের আশ্বাসে সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত দুজন সৈনিক নিজেদের আত্মপরিচয় দিয়ে দুটি ছোট সেনাদল সংগঠিত করার প্রস্তাব দেয় এবং অনুমোদন পায়। কিন্তু এ সময়েই এক বার্তাবাহক এসে সংবাদ দেয় নবাবের শ্বশুর মুহম্মদ ইরিচ খাঁ, যিনি নবাবের কাছ থেকে কিছুক্ষণ আগে অর্থ শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। এরপর  নিয়েছেন তিনি দ্বিতীয় বার্তাবাহক এসে জানায় যারাই নবাবের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে, তাদের সকলেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রবল জলস্রোতে ভেসে যাওয়ার সময় খড়কুটোকে আশ্রয় করে মানুষ যেমন বাঁচতে চায়, নবাব তেমন করেই আশাবাদকে আঁকড়ে ধরে পলায়নপর জনতাকে উদ্দীপিত করার প্রয়াস চালিয়ে যান। উপস্থিত জনতা নিরাশার কথা বললে, নবাব বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। আর যারা বীর তারা মনোবল অক্ষুণ্ন রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিরাজ দৃষ্টান্ত দেন মীরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রী আলী খাঁ আর নৌবেসিং হাজারীর। এই বীরেরা শত্রুর অনুগ্রহ প্রভূত সম্পদ ও সম্মান উপেক্ষা করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, এই বিপদের দিনে জনতার হাতে হয়ত অস্ত্র নেই, কিন্তু তাদের রয়েছে দেশপ্রেম ও দেশরক্ষার সংকল্প। সিরাজ ভীরু ও দ্বিধান্বিত জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা না গেলে দেশের সাধারণ মানুষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য

দেশদ্রোহী ও বিদেশী দস্যুর হাতে উৎপীড়িত হতে থাকবে। মুসলমান মীরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিক উমিচাঁদ, আর ফিরিঙ্গি খ্রিস্টান ওয়াটসন ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিলের প্রয়োজনে সিরাজ বাংলার মসনদের অধিকারী থাকা অবস্থায় লুঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার পাবেনা জেনেই দৃষ্টান্ত বিরল এক জোট প্রতিষ্ঠা করেছে তারা। এই আপৎকালে যোগ্য সেনাপতির অভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে নবাব সেনাপতি মোহনলালের কথা বলেন, যিনি এখনও জীবিত ও মুক্ত। এছাড়া, জনতাকে উদ্দীপিত করার জন্য সিরাজ মাতামহ আলীবর্দীর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, একমাত্র পলাশী ব্যতীত, আর কোনো যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন নি। পলাশীতে পরাজিত হয়েছেন এই কারণে যে, এতে প্রকৃত যুদ্ধে হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। কিন্তু এ সময়েই মোহনলালের বন্দী হওয়ার দুঃসংবাদ বহন করে আনে বার্তাবাহক। আশার শেষ বিন্দুটুকু নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় নবাবের উপস্থিতিতেই জনাত দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করতে শুরু করে। নবাব গমনোদ্যত জনতার কাছে আকুল আবেদন জানান তাঁর পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু নবাবের আহ্বান ও অভয়বাণীতে কেউ সাড়া দেয় না, সবাই একে একে দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যায়।

দুহাতে মুখ ঢেকে অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়েন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে। এই বিপর্যয় মহূর্তে প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হন বেগম লুৎফুন্নিসা। নবাব আশ্চর্য হন এতে লুৎফা নবাবের যোগ্য সহধর্মিনীর মতই নবাবকে পরামর্শ দেন মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার। রাজধানীতে থেকে যেহেতু শত্রুদমন সম্ভব হলো না, তখন হিতৈষি বন্ধুবর্গের আশ্রয়ে থেকে তাদের সহায়তায় বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে নবাবকে অনুরোধ জানান লুৎফা। নবাব বেগমের এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং বেগমও পরিজনদেরকে রেখে কয়েকজন খাদেম সহ রাজ্য ত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানালে লুৎফুন্নিসা প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করেন এবং নিজে নবাবের অনুগামিনী হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। সিরাজ সহধর্মিনীর আচরণে আবেগপ্রবল হয়ে পড়েন এবং রোরুদ্যমান অবস্থায় দুহাতে লুৎফাকে গ্রহণ করেন।

| প্রয়োজনীয় নোট রাখুন |
|---|
| |

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| ☞ | নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. পলায়নপর জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে নবাবের আকুল প্রয়াসের বর্ণনা দিন।
২. মুর্শিদাবাদের ভীতসন্ত্রস্ত নাগরিকের পলায়নের বিবরণ দিন।
৩. দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীরদের প্রসঙ্গে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন।
৪. প্রাণের ভয়ে কে না পালায়? কে কার উদ্দেশে কেন সংলাপটি উচ্চারণ করেছে?
৫. 'এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেবো না'। সংলাপটি কার? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৬. 'সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প।' কোন প্রসঙ্গে সিরাজ এই মন্তব্যটি করেছেন? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৭. 'অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।' কে কী উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

## নমুনা উত্তর

**প্রশ্ন ঃ দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীরদের প্রসঙ্গে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন।**

**উত্তর ॥** পলাশীর যুদ্ধে নবাবপক্ষের অধিকাংশ সৈন্যই বিশ্বাসঘাতকদের নির্দেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছে। পক্ষান্তরে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে নবাবের অনুগত কিছু দেশপ্রেমিক সেনাপতির নেতৃত্বে সামান্য সংখ্যক অকুতোভয় সৈনিক জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সেনাপতি ও সৈনিকদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দানে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করে শহীদ হয়েছেন। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দৃষ্টিতে এই সব আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এদের প্রাণদান তাই ব্যর্থ হবে না। সেনাপতি মোহনলাল, বদ্রী আলী খাঁ, নৌবেসিং হাজারী প্রমুখ সেনাপতি বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাননি। দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড়ালে তাঁরা লাভ করতেন শত্রুর অপার আনুকূল্য, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তাঁরা এবং তাঁদের অনুগত বাহিনী লোভের বশবর্তী হয়ে অবস্থান নেননি দেশের বিপক্ষে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। এই সব বীরশ্রেষ্ঠের সংকল্পকে টলাতে পারেনি স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা। সিরাজ মনে করেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীর বীরোচিত আদর্শ যাতে লাঞ্ছিত না হয় সে চেষ্টা করতে হবে। দেশপ্রেমিকের রক্ত যাতে আবর্জনার স্তুপে ঢাকা না পড়ে তার জন্য নিতে হবে সযত্ন প্রয়াস।

**প্রশ্নঃ 'সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প।' কোন প্রসঙ্গে সিরাজ এই মন্তব্যটি করেছেন? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।**

**উত্তর ॥** পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর, মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে উপস্থিত ভীতসন্ত্রস্ত ও পলায়নপর জনতাকে দেশরক্ষার সংগ্রামে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে সিরাজ-উ-দ্দৌলা সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন। সেনাপতি মোহনলালের পরামর্শে রাজধানী মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করার জন্য পলাশী থেকে পালিয়ে এসেছেন সিরাজ। কিন্তু যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের সংবাদ বাতাসের বেগে পৌঁছে গেছে রাজধানীতে। মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে ভীতি। শহরবাসী অনেকেই নিজেদের মূল্যবান সামগ্রীসহ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যারা সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের জন্য নবাবের কোষাগার থেকে অর্থগ্রহণ করেছেন, তারাও শামিল হয়েছেন পলায়নকারীর দলে। মুষ্টিমেয় কজন ব্যক্তি বিষণ্ন বিপদগ্রস্ত নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে শঙ্কা, অন্তরে অবিশ্বাস। যুদ্ধে নবাব বাহিনীর পরাজয় নিঃশেষিত করে দিয়েছে তাদের প্রত্যয় ও ভরসা। এখন রাজধানী রক্ষার প্রয়োজনে সিরাজ যখন সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তখন অধিকাংশই ভয়ে এবং হুজুগে শহরত্যাগীদের কাতারে শামিল হয়েছে, কেউ কেউ সৈন্য সংগ্রহের জন্য নবাবের দেয়া অর্থ নিয়েও পালিয়ে গেছে। কিন্তু এই বিপর্যস্ত অবস্থায়ও সিরাজ নিজের মনোবল রক্ষা করে শঙ্কিত জনতাকে উদ্দীপিত করার প্রয়াস নিয়েছেন। প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকদের লক্ষ করে সিরাজ বলেছেন যে যারা নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শত্রুপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেছে, তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মাত্র। তবে তাদের হাতে রয়েছে অস্ত্র, 'আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য'। পক্ষান্তরে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে নেমেছে, তাদের অস্ত্র তো আছেই, অধিকন্তু রয়েছে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। সিরাজ মনে করেন দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্পের শক্তি অস্ত্রশক্তির চেয়েও মূল্যবান। সিরাজ বিশ্বাস করেন অস্ত্র ও দেশপ্রেমের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে দেশদ্রোহীদের দমন করা সম্ভব।

**প্রশ্ন ঃ 'অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।' কে কী উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?**

**উত্তর ॥** নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন তাঁর সহধর্মিনী বেগম লুৎফুন্নিসা। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত সিরাজ সেনাপতি মোহনলালের পরামর্শে রাজধানী রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে পালিয়ে এসেছেন। দরবারে সমাগত নাগরিকবৃন্দকে দেশরক্ষার সংগ্রামে শামিল হওয়ার জন্য জানিয়েছেন আকুল আবেদন। দেশপ্রেম চেতনায় তাদেরকে উজ্জীবিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু ভীতিগ্রস্ত মানুষ ভরসা পায়নি নবাবের কথায় বদ্ধমূল সংশয় ও অবিশ্বাসের কারণে সমাগত এই সব ব্যক্তি বিশেষে পলায়নপর মানুষেরই কাতারবন্দী হয়েছে। অসহায়

নবাবকে ফেলে রেখে তারা একে একে সবাই নবাবের দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেছে। দুহাতে মুখ ঢেকে বিপন্ন ও অবসাদগ্রস্ত নবাব যখন বসে আছেন নিজ আসনে, তখন সেখানে সহসা উপস্থিত বেগম লুৎফুন্নিসাযোগ্য সহধর্মিনীর মতই সিরাজকে উপর্যুক্ত পরামর্শ দিয়েছেন। লুৎফা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন যে, দেশের ও নবাব পরিবারের এই বিপযুয় মুহূর্তে সমগ্র শহরে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে পারে এমন মানুষ কেউ অবশিষ্ট নেই। হতবিহ্বল নবাবকে তিনি তাই অন্ধকার ফাঁকা দরবারে বসে না থেকে অন্য স্থানে গিয়ে রাজ্য পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। লুৎফা পরামর্শ দিয়েছেন রাজধানী অথবা বাংলার বাইরে নবাবের হিতৈষী যাঁরা আছেন, তাঁদের আশ্রয়ে থেকে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে নবাবকে। বেগম লুৎফুন্নিসা নবাবকে আত্মসমর্পণের প্ররোচনা দেননি, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার যোগ্য সহধর্মিনীর মতোই তাঁতে দেশের স্বাধীনতা পুন:প্রতিষ্ঠার কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

## প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

| | |
|---|---|
| ☞ | যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

১. ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না।
২. স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি।
৩. দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।
৪. পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশীতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়।
৫. কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা।
৬. বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহঙ্কার?
৭. মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মত তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট?

### নমুনা উত্তর

**পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশীতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়।**

আলোচ্য সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের অন্তর্গত। রাজধানীর দরবারে সমাগত নাগরিকবৃন্দের উদ্দেশ্যে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ে নবাবের দেয়া কৈফিয়ৎ সংলাপটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মুর্শিদাবাদবাসীদের উদ্দেশ্যে দেশরক্ষার সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। নাগরিকরা জানে যুদ্ধে নবাবপক্ষের বীর সেনাপতিরা নিহত হয়েছেন। কাজেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধে যোগ্য সেনাপতির অভাবের কথা তারা উত্থাপন করে। নবাব জবাবে সেনাপতি মোহনলালের নাম উচ্চারণ করেন, যিনি বন্দী হননি এখনও। এরপর নাগরিকদের উদ্দীপ্ত ও আশ্বস্ত করার জন্য সিরাজ মাতামহ নবাব আলবির্দীর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে নিজের অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, একমাত্র পলাশী ব্যতীত আর কোন যুদ্ধেই তিনি পরাভূত হননি। পলাশীতে পরাজয়ের কারণ শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব নয়। ঐ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ অনুগত সেনাপতিবর্গ ও তাদের অনুগত বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই পলাশীর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে যুদ্ধের বদলে যুদ্ধের অভিনয়।

এই সংলাপে পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত প্রসঙ্গে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

**কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা।**

উপর্যুক্ত সংলাপটি কবি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত চার অঙ্কের নাটক 'সিরাজ-উ-দ্দৌলার তৃীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য থেকে সংকলিত হয়েছে। বিপন্ন ও অবসাদগ্রস্ত নবাব বেগম লুৎফুন্নিসা উদ্দেশ্যে আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

রাজধানী রক্ষার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান উপেক্ষা করে দরবারে সমাগত নাগরিকবৃন্দ নবাবকে ফেলে রেখে একে একে চলে গেছে। হাতে মুখ ঢেকে হতাশাবিহ্বল নিঃসঙ্গ নবাব দরবারে নিজ আসনে বসে আছেন। এ সময়েই প্রথা লঙ্ঘন করে প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হয়েছেন নবাবের সহধর্মিনী লুৎফুন্নিসা। বাল্য বিবাহের পর থেকেই লুৎফা সিরাজরে বিশ্বাস ও প্রেমের আশ্রয়। আপৎকালে বিপন্ন নবাবের কাছে যখন কেউ দাঁড়ালো না তখন সেখানে আকস্মিকভাবে লুৎফার আগমন নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত নবাবকে করেছে সচকিত। উপর্যুক্ত সংলাপের মাধ্যমে প্রিয় এই মানুষের কাছে নবাব ও ব্যক্তি সিরাজ নিজের ব্যর্থতার ও নৈঃসঙ্গের হাতাকার ধ্বনিত করে তুলেছেন।

**বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহঙ্কার?**

কবি-নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য থেকে আলোচ্য সংলাপটি চয়ন করা হয়েছে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত এ সংলাপে নবাবের সহধর্মিনী লুৎফন্নিসার আত্মোপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

পলাশীর যুদ্ধে পরাভূত নবাব সিরাজ ফিরে এসেছেন রাজধানীতে। রাজধানী ছেড়ে যাওয়া ভীত-সন্ত্রস্ত জনস্রোতকে অভয়বাণী উচ্চারণ করেও আটকাতে পারেন নি ভাগ্যাহত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা, এখন তিনি জনবিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। একমাত্র প্রিয়তমা সহধর্মিনী লুৎফুন্নিসা পরিত্যাগ করে যাননি নবাবকে। বরঞ্চ নবাবকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন স্থানান্তরে গিয়ে এবং হিতৈষীদের আশ্রয়ে থেকে শত্রুদমনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে। লুৎফার এই পরামর্শ মান্য করেই নবাব একাকী রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ করেছেন। কিন্তু লুৎফা এতে সম্মত নন। তিনি নবাবের অনুগামী হতে চান। বিপদকালে প্রিয়তমকে একাকী ছেড়ে দিতে পারবেন না লুৎফা। সিরাজ যখন পথের কষ্ট ও বিপদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লুৎফাকে নিবৃত্ত করতে প্রয়াস পান, তখন লুৎফা অকাতরে পথের কষ্ট ও বিপদকে বরণ করে নেয়ার কথা বলেন। বাংলার নবাব যখন অপরের সাহায্যপ্রার্থী, তখন তাঁরই সহধর্মিনীর অহঙ্কার লালন করা সাজে না। লুৎফা তাই সকল কষ্ট ও দুর্ভোগ বরণ করেই প্রিয়তম নবাবের সঙ্গী হতে চান।